চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 4 July, 2020 ■ আগরতলা, ৪ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ১৯ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লাদাখে সারপ্রাইজ ভিজিট

বিস্তারবাদের যুগ শেষ, বিকাশবাদের পথে চলতে চায় বিশ্ব ঃ প্রধানমন্ত্রী

লেহ, ৩ জুলাই (হি.স.)।। ভারত-চিন সীমান্ত বিবাদ যখন কার্যত তলানিতে ঠেকেছে, ঠিক সেই সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আচমকা লাদাখ সফর। শুক্রবার সকালে ‘‘সারপ্রাইজ ভিসিট’’-এ লাদাখ পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন তিন বাহিনীর প্রধান চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত এবং স্থলবাহিনীর প্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবণে। সীমান্ত চৌকি থেকে সেনা হাসপাতাল, প্রধানমন্ত্রী ঘুরে ঘুরে কথা বলেন বাহিনীর কর্তা ও জওয়ানদের সঙ্গে। তার পরে নিমুতে সামরিক সমাবেশে দাঁড়িয়ে চিনের নাম না করে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিস্তারবাদের যুগ শেষ, বিশ্ব এখন বিকাশবাদের পথে চলতে চায়। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, গোটা বিশ্ব আজ বিকাশবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু কেউ কেউ এখনও বিস্তারবাদে বিশ্বাসী। ইতিহাস সাক্ষী, এই সব শক্তি মুছে গিয়েছে, অথবা নত হতে বাধ্য হয়েছে। গোটা বিশ্ব এই বিস্তারবাদী শক্তির বিরোধিতা করার বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছে। গোটা বিশ্ব আজ বিকাশবাদের পথে চলতে চায়।

সামগ্রিক পরিস্থিতি সরেজমিন খতিয়ে দেখার পর এবং জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলার পর সেনা জওয়ানদের মনোবল বাড়াতে এদিন ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। তাতে এক দিকে যেমন সেনার বীরত্বের কথা বলেছেন, তেমনই নাম না করে চিনকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে নিহত সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গালওয়ানে যে বীরত্ব আপনারা দেখিয়েছেন, তা সারা দেশ মনে রাখবে। আপনারা গোটা বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ভারত তথা ভারতীয় সেনার শক্তি কতটা। এদিন সেনা জওয়ানদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনাদের হাতে দেশরক্ষার ভার যখন রয়েছে, তখন পুরো দেশ নিশ্চিন্ত। ১৪ কোরের বীরত্বের কাহিনী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার লাদাখে সেনা বাহিনীর জওয়ানদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

আরও ৯৩ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হলেন ৫৩, সক্রিয় ২৩১ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। হঠাৎ করেই করোনার গ্রাফ উর্দ্ধমুখী হয়েছে। একলাফে প্রায় শতকের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। আজ রাজ্যে ৯৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। দীর্ঘদিন বাদে হঠাৎ করোনা সংক্রমণের হার বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তার বিষয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, গত কয়েকদিনে ভ্রমণ ইতিহাস ছাড়াও মানুষের দেহেই করোনার সংক্রমণ মিলছে। ফলে, রাজ্যে করোনা সংক্রমণের স্থিতি ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে কি না, তা চিন্তার বিষয় বলেই মনে করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় করোনা সংক্রমণের তথ্য ঘোষণা দিলেও তাদের ভ্রমণ ইতিহাস কিংবা কিভাবে তারা সংক্রমিত হয়েছেন সেই বিষয়ে কোনও তথ্য জানাননি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মোট ১৩২৫ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৯৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে ধলাইয়ে ২৪, পশ্চিম জেলায় ১৭, গোমতী জেলায় ১৫, উত্তর জেলায় ১৩, সিপাহীজলা জেলায় ১১, খোয়াই জেলায় ৯, ঊণকোটি এবং দক্ষিণ জেলায় ২ জন করে রয়েছেন।

ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত আরও ৫৩ জন রোগী আজ সুস্থ হয়েছেন। তাঁদের কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, আজ ত্রিপুরার বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টারে চিকিৎসাধীন ৫৩ জন করোনা আক্রান্তের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১,৫৩৪ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে ১,১৯৯ জন সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে করোনা সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩২৪ জন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ৯ জন করোনা আক্রান্ত বর্তমানে ত্রিপুরার বাইরে রয়েছেন। ১ জন মারা গেছেন এবং একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, প্রতি এক লক্ষ নমুনা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিকে পাশের হার বেড়ে ৬৯.৪৯ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। ত্রিপুরায় মাধ্যমিকের নতুন সিলেবাসের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ-বছর মাধ্যমিকে পাশের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯.৪৯। গত বছর পাশের হার ছিল ৬৪.৬০ শতাংশ। আজ শুক্রবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মিলনায়তনে সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা। করোনা-প্রকোপের মধ্যে মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশ করতে পেরে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

পর্ষদ সভাপতি বলেন, করোনা-প্রকোপে আমাদের দেশ তথা সারা বিশ্ব আজ বিপর্যস্ত। একই কারণে পর্ষদকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন পরীক্ষা আকস্মিকভাবে ২৩ মার্চ থেকে স্থগিত রাখতে হয়েছিল। যা গত ২৯ জুন বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এই প্রেক্ষাপটে একমাত্র নুতন সিলেবাসের মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। যার ফল আমরা আজ প্রকাশ করছি।

লকডাউন পরিস্থিতিতেও পরীক্ষক, স্ক্রুটিনাইজার, প্রধান পরীক্ষকগণ পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে যে সহায়তা করেছেন তার জন্য পর্ষদ সভাপতি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় নতুন সিলেবাসের পরীক্ষা ৩ মার্চ শুরু হয়েছিল। সমাপ্ত হয়েছে ২১ মার্চ। সাথে তিনি যোগ করেন, এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৫০, ২৬৫ জন নাম নথিভুক্ত করেছিল। তাদের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছে ৪৮,৪৯৯ জন। ওই সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছেলে ২২,৮৩৬ এবং মেয়ে ২৬,১৫৮ রয়েছে। তিনি বলেন, গত বছর পরীক্ষার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল ৪৬,৫৭১ জন এবং পরীক্ষা দিয়েছে ৪৪, ৭৪৭ জন।

ড় সাহা বলেন, এ-বছর ১০৫২টি স্কুলের ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তারা রাজ্যের ৭৭টি পরীক্ষাকেন্দ্রভুক্ত মোট ১৫৮টি বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। তাঁর দাবি, এ-বছর পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু হয়েছিল ২৪ এপ্রিল এবং সমাপ্ত হয়েছে ২২ মে। তিনি জানান, এ-বছর ৩৬ জন শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। তাদের মধ্যে দৃষ্টিহীন ৯ জন (এর মধ্যে একজন মেয়ে)। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের মধ্যে একজন ছেলে অকৃতকার্য হয়েছে।

পর্ষদ সভাপতির কথায়, এ-বছর মাধ্যমিক-নিয়মিত পরীক্ষার্থীর পাশের হার ৬৯.৪৯ শতাংশ। গত বছর পাশের হার ছিল ৬৪.৬০ শতাংশ। এদিন তিনি পাশের হারের নিরিখে আরও বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমেছে বিদ্যুতের ব্যবহার, লোকসানে নিগম, ত্রাতার ভূমিকায় রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। করোনা-প্রকোপে বিদ্যুতের ব্যবহার কমেছে। ফলে, ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমকে লোকসানের হাত থেকে বাঁচাতে ত্রাতার ভূমিকায় নেমেছে ত্রিপুরা সরকার। এ-ক্ষেত্রে কেন্দ্রের সহায়তার আর্জিও জানিয়েছে।

আজ কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী আরকে সিং-এর সভাপতিত্বে রাজ্যগুলির বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের এক ভিডিও কনফারেন্সে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে টিএসইসিএল-এ আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বহিঃরাজ্যে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বন্ধ হওয়ায় ২০ শতাংশ বিদ্যুতের চাহিদা কমেছে। এপ্রিল, মে মাসে রাজস্ব সংগ্রহও কমেছে ৩০-৪০ শতাংশ। তাছাড়া বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার প্রায় ২২০.৯৫ কোটি টাকা বিল বকেয়া রয়েছে।

এই সমস্ত সমস্যার নিরিখে ত্রিপুরা সরকার কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর বকেয়া বিলের কারণে টিএসইসিএল-কে ব্যাংক থেকে ১০০ কোটি টাকার ঋণ নিতে হয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে প্রদেয় নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটি চার্জের ৫০ শতাংশ মার্চ, ২০২০ থেকে তিন মাসের জন্য মকুব করা, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বিল প্রদানের ক্ষেত্রে মার্চ, ২০২০ থেকে ১২০ দিনের জন্য কোনও লেট সারচার্জ না কেটে মরেটরিয়াম প্রদান করা এবং কোভিড-১৯-এর বাবদ ৪.৩০ কোটি টাকার রিবেট প্রাপ্তির জন্য এনটিপিসি এবং পিজিসিআইএল-এর সাথে চুক্তি ইত্যাদি ত্রাণ সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রককে অনুরোধ জানিয়েছেন।

তিনি এই ভিডিও কনফারেন্সে ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য আরও কিছু বিষয় তুলে ধরেন। যেমন, ভারত সরকার যেন ডিসকম ইউটিলিটিকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আরইসি/পিইসি-র ৯.৫ শতাংশ এবং ব্যাঙ্কের ৭.৫ শতাংশ সুদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন সপ্তাহে ভাসমান জেটি প্রস্তুত, কেন্দ্রীয় জাহাজ রাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশংসা, ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে ভাসমান জেটি তৈরি করে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে ভারতের অন্তর্দেশীয় নৌ পথ কর্তৃপক্ষ। ভারত-বাংলাদেশ নদীপথে যোগাযোগের প্রশ্নে ত্রিপুরায় সোনামুড়া মহকুমায় ওই জেটি-র নির্মাণকাজ নিয়ে টুইটবার্তায় প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক-এর রাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুখ মান্দভীয়া। পাল্টা টুইট করে ত্রিপুরার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁকে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, জাহাজ মন্ত্রক-এর অধীনে অন্তর্দেশীয় নৌ পথ কর্তৃপক্ষ-র অবিরাম প্রয়াস ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুট মানচিত্রে ঠাঁই পেয়েছে সোনামুড়া। তাই তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানান, এখন ওই কাস্টম পোর্ট উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাবে। পাল্টা টুইটে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা-প্রকোপের মাঝেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাদ্যের দাবীতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ জুলাই।। খাদ্যের অভাবে পথ অবরোধে বসলো এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরণে জানাযায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া কুশারঘাট এলাকায় দুই পঞ্চায়েতের প্রায় ৮০ পরিবারের লোকজন কনটেনমেন্ট জোনে রয়েছে। এই দুই পঞ্চায়েত হল লতুয়াটিলা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পশ্চিম চড়কবাই গ্রাম পঞ্চায়েত। এই দুই পঞ্চায়েতের লোকজন পাশাপাশি অবস্থায় রয়েছে। জানা যায় আজ ৮ দিন উনারা কনটেন্টমেন্ট জোনে রয়েছেন। এই জোনে থাকার ফলে এলাকার লোকজন গ্রামের বাইরে কোথাও যেতে পারছেননা। এই গ্রামে অধিকাংশ লোকজন কৃষিজীবি ও শ্রমজীবি। কনটেন্টমেন্ট জুনের ফলে এলাকার লোকজন কৃষি কাজ করতে পারছেননা।

অপরদিকে শ্রমজীবি লোকজনও কোনোপ্রকার কাজকরতে পারছেননা। এতেকরে অসহায় অবস্থায় সকলে ঘরে বসে অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে। অবশেষে ধৈর্য্যের বাধ ভাঙ্গার পর এলাকার মহিলা ও পুরুষ একত্রিত হয়ে রাস্তায় নেমে পথ অবরোধে বসে। এলাকাবাসী সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিনহয়ে জানান বিগত ৮ দিন যাবৎ এলাকার জনপ্রতিনিধি ও মহকুমা শাসক উনাদের কোনোপ্রকার খোঁজ খবর রাখেননি। উনারা মহকুমা শাসকের নিকট খাদ্যের জন্য আবেদন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশমে কৃতী তালিকায় ২৪ জন, সম্ভাব্য প্রথম দীপায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। ত্রিপুরায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় সম্ভাব্য মেধা তালিকায় রাজধানী আগরতলার বনেদি স্কুলগুলির সাথে মফসসলের স্কুলগুলির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। মেধা তালিকায় সম্ভাব্য কৃতী হিসেবে ২৪ জন স্থান করে নিয়েছে। তাতে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের দীপায়ন দেবনাথ সম্ভাব্য প্রথম হয়েছে। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮। এ-বছর মাধ্যমিকে কৃতী তালিকায় ১৬ জন ছেলে এবং ৮ জন মেয়ে স্থান দখল করেছে।

আজ শুক্রবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মাধ্যমিকে সম্ভাব্য কৃতী তালিকার ঘোষণা করেন পর্ষদ সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা। তিনি জানান, মাধ্যমিকে সম্ভাব্য কৃতী তালিকায় প্রথম হয়েছে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের দীপায়ন দেবনাথ। এছাড়া, শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তন দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মেঘা শর্মা, রেশম বাগান দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের তৃষাশ্রী দেওয়ান এবং শিশুবিহার স্কুলের অভিরাজ পাল ৪৮৭ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে দ্বিতীয় হয়েছে। তেমনি, গোমতি জেলার উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের অলড্রিন রায়, অমরপুর ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের যশরাজ দাস এবং আগরতলার শিশুবিহার স্কুলের দেবাদৃতা পাল ও শঙ্করাচার্য বিদ্যায়তন দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ৪৮৩ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

তিনি জানান, গোমতি জেলার বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের বর্ণালী দেবনাথ এবং আগরতলার নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের দীপাঞ্জন দেব সরকার ৪৮২ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। এদিকে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বৃন্তক শিক্ষা নিকেতনের মন্দিরা বৈদ্য, উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিবি ইনস্টিটিউটের শিলাজিৎ দেব এবং আগরতলার শিশুবিহার স্কুলের উদয়শঙ্কর পাল ৪৮১ নম্বর পেয়ে পঞ্চম স্থান অর্জন করেছে। ঊনকোটি জেলায় নেতাজি বিদ্যাপীঠের রাজদীপ পাল ৪৮০ নম্বর পেয়ে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে।

পর্ষদ সভাপতি আরও জানান, গোমতি জেলার বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় যাত্রী পরিষেবায় অসম ও ত্রিপুরার জন্য ৯টি অত্যাধুনিক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় রেল পরিচালনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল অতিরিক্ত ৯ টি ট্রেন পাচ্ছে। তাতে, অসম ৭টি এবং ত্রিপুরা-র জন্য দুইটি ট্রেন বরাদ্দ হয়েছে। অত্যাধুনিক ওই ট্রেন পরিষেবায় উত্তর-পূর্বাঞ্চল দারুণভাবে উপকৃত হবে বলে দাবি করেছেন পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সুভানন চন্দ।

সম্প্রতি ভারত সরকার ১৫১টি ট্রেন বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালনায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১০৯টি রুটে ওই ট্রেন চলাচল করবে। তাতে, ৩০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ভারত সরকারের নতুন উদ্যোগে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চল উপকৃত হবে।

এ-বিষয়ে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল অত্যাধুনিক ট্রেন পেতে চলেছে। সমস্ত আধুনিক সুবিধা যুক্ত বগি-তে সফর অত্যন্ত আরামদায়ক হবে। তাঁর দাবি, এমন ট্রেন অসম ৭টি এবং ত্রিপুরার জন্য দুইটি বরাদ্দ হয়েছে। তিনি জানান, প্রতিদিন গোয়াহাটি- দিল্লি, গুয়াহাটি-বেঙ্গালুরু, গুয়াহাটি-কুচুভেলি, গুয়াহাটি-শিয়ালদাহ এবং নিউ বঙাইগাঁও-হাওড়া ত্রি-সাপ্তাহিক, গুয়াহাটি-দ্বারভাঙা এবং ডিব্রুগড়-পুণে সাপ্তাহিক এবং আগরতলা-ভূপাল ও আগরতলা-করিমগঞ্জ সাপ্তাহিক পরিষেবা দেবে।

তাঁর কথায়, ওই ট্রেনে ভ্রমণ সময় অনেক কমবে। বিশেষ করে দিল্লি-কলকাতা রুটে ভীষণ ব্যস্ততম রুট হওয়া সত্ত্বেও ওই ট্রেনে পৌছাতে সময় কম লাগবে। সাথে তিনি যোগ করেন, যাত্রী সুরক্ষায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে। ফলে, যাত্রীদের ট্রেন সফরে ভিন্ন অভিজ্ঞতার অনুভূতি মিলবে। তাঁর মতে, এপ্রিল ২০২৩ নাগাদ নতুন ওই পরিষেবা চালু হবে।

পিছলা গাছের গুটা খেয়ে প্রাণ গেল শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ জুলাই।। পিছলা গাছের গোটা কেড়ে নিল এক শিশুর প্রাণ। মর্মান্তিক এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বিলোনিয়া আমজাদ নগর এলাকায় বৃহস্পতিবার বিকালে। দেড় বছরের রেহান নামে এক ছোট্ট শিশু। বাড়ির উঠোনে খেলছিল। খেলতে খেলতে পরিবারের অজান্তেই বাড়ির উঠানে পড়ে থাকা পিছলা গাছের গোটা তুলে নিয়ে মুখের ভিতর ঢুকানোর পর গলায় আটকে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উঠানের মধ্যে ছটফট করতে থাকে। রেহানের মা সহ বাড়ির অন্যান্য লোকজন দৌড়ে এসে দেখতে পায় রেহানের গলাতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিকের কৃতি তালিকায় সম্ভাব্য প্রথম স্থানাধিকারী দীপায়ন দেবনাথ মা-বাবা ও ভাইয়ের সাছে। ছবি নিজস্ব।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২৬১ ▫ ৪ জুলাই ২০২০ ইং ▫ ১৯ আষাঢ় ▫ শনিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রেলের বেসরকারীকরণ

ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় রেল এখন বেসরকারী হাতে বন্দী হইতে চলিতেছে। লকডাউনে ১৫১টি ট্রেন বেসরকারী হাতে তুলিয়া দিতে সিদ্ধান্ত নিয়াছে ভারতীয় রেল। ১০৯টি রুটে ১৫১টি সুপারফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সঞ্চালনার ভার বেসরকারী সংস্থার হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্তের ঘটনায় জোর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বেল মন্ত্রকের দাবী আয় বৃদ্ধি এবং আরও ভাল যাত্রী পরিষেবার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ। ভারতীয় বেল নেটওয়ার্কের তরফ হইতে বেসরকারী বিনিয়োগের জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে। এই যোজনার ফলে ভারতীয় রেলে প্রায় ত্রিশ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসিবে। এর আগেই রেলের কোচ উৎপাদন, সিগন্যালিং, রোলিং স্টক উৎপাদন এবং স্টেশন বেসরকারীকরণ হইয়াছে। এইবার যাত্রী ট্রেনেও শুরু হইল ঢালাও বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া। কোভিড অতিমারির মধ্যে করা হইতেছে এই বেসরকারীকরণ। গত বছর লক্ষ্ণৌ-দিল্লী তেজস এক্সপ্রেসের দায়িত্ব ভারতীয় রেল তুলিয়া দিয়াছিল ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং এবং ট্যুরিজম কর্পোরেশনের হাতে। তবে, প্যাসেঞ্জার ট্রেনের বেসরকারীকরণের এমন উদ্যোগ এই প্রথম। এই বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে সিপিআই(এম) পলিটব্যুরো। এই রেল বেসরকারীকরণকে জাতীয়তা বিরোধী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে সিপিএম। সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবীও জানাইয়াছে দলের পলিটব্যুরো। কংগ্রেসের সাংসদ রাহুল গান্ধীও তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন দেশের জনগণ কখনও মোদি সরকারকে ক্ষমা করিবে না। তিনি ট্যুইট বার্তায় বলেন, ভারতীয় রেল দেশের মেরুদন্ড। আর সরকার তাহাই কাড়িয়া নিতেছে। দেশবাসী তাহার জবাব দিবেন।

বিশ্বের সবচাইতে বড় রেল নেটওয়ার্ক ভারতীয় রেল। প্রতিদিন তের হাজার দূরপাল্লার রেল চলে। ১২ লক্ষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হইয়াছে। আদতে সরকারের গলার কাটা এই ভারতীয় রেল। আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একের পর এক রাষ্ট্রায়াত্ব সংস্থাগুলি বেসরকারীকরণের দিকে নিয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণের উদ্যোগও চলিতেছে। শুরু হইয়াছে ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ ভাবনা চলিতেছে। টেলিকম হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন সরকারী ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থার বেসরকারীকরণের প্রয়াস। ভারতীয় রেলের এই দেশে যাত্রা শুরু করিয়াছিল সেই ইংরেজ আমলে। সেই ইতিহাসের আবেগ, তাহার গরিমা আজও জনমনে দাগ কাটিয়া আছে। ব্রিটিশ আমলে রেল লাইন ছিল মিটারগেজের। কয়লার রেলের সেই কুহুকুহু হর্ন, ঝিকঝিক শব্দ আজও আজকের প্রবীনদের মনে আলোড়ন তুলে। রেলকে নিয়া কত না উপন্যাস, নাটক সিনেমা হইয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। রেলের ক্রম উন্নতির মাঝেও সেই ইতিহাস ভুলিবার নয়। সরকারী উদ্যোগে দেশব্যাপী রেল পরিষেবা চলিত। এমন কি রেল বাজেটও হইত পৃথক। রেলের গুরুত্ব কত বিশাল ছিল তাহা আর নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। রেল পরিষেবায় দিনে দিনেই নতুনত্ব আসিয়াছে। অনেক আধুনিক রেল চালু হইয়াছে। রেলের এই ভয়ানক অগ্রগতির মাঝে বেসরকারীকরণের উদ্যোগ দেশবাসী কতখানি সমর্থন দিবেন বলা মুশকিল। তবে, বেসরকারীকরণে যদি দেশের রক্ষিত হয়, দেশের স্বার্থ রেল যাত্রীদের আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে ইহাকে নিশ্চয়ই স্বাগত জানানো যাইতে পারে। বেসরাকীকরণের ঝোঁক ভারতীয় রেলকে দিয়া অনেক স্পষ্ট করিয়া দিল মোদি সরকার। অতীতে রেলকে নিয়া অনেক রাজনীতি হইয়াছে। ভাড়া বৃদ্ধি না করিয়া যাত্রীদের সস্তা জনপ্রিয়তা নিতে গিয়া একসময় তো রেলকে আইসিইউতে পাঠাইয়া দিয়াছিল। অন্তত সেই মুমূর্ষ অবস্থা হইতে যদি রেলকে বাঁচানো যায় তবেই বেসরকারীকরণকে স্বাগত। যাত্রী স্বাচ্ছন্দকে রক্ষা করাই যদি মুখ্য হয় তাহা হইলে বেসরকারীকরণে ক্ষতি কি?

সাংসদ তহবিলের টাকা খরচ করছে না জেলা শাসক, অভিযোগ তুলে ধর্ণায় কুনার হেমব্রম

ঝাড়গ্রাম, ৩ জুলাই (হি. স.) : সাংসদ তহবিলের টাকা খরচ করছে না জেলা শাসক। এই অভিযোগ তুলে জেলা শাসকের অফিসের সামনে ধর্ণায় বসলেন ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুনার হেমব্রম। অভিযোগ জেলা শাসক সাংসদের সাথে দেখা, বা চিঠির কোনও উত্তর দিচ্ছেন না জেলা শাসক সাংসদ বলেন সাংসদ তহবিলের টাকা বিভিন্ন বিডিও অফিসে টেন্ডার হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে টাকা ঢুকলেও এখনো পর্যন্ত সেই টাকা খরচ করতে পারেনি। কারণ সাংসদের টাকা খরচ হলে সেখানে বিজেপির নাম হবে তাই সেই টাকা খরচ করছেন না। মানুষের উন্নয়নেরা জন্য কাজ করতে গেলে সেই কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

এদিন তিনি প্রায় এক ঘন্টা ধর্নায় বসলেও কোন প্রশাসনিক আধিকারিক তার সাথে দেখা করতে আসেননি বলে অভিযোগ।উল্লেখ্য অভিযোগ বৃহস্পতিবার সাংসদ জেলা শাসকের সাথে দেখা করার জন্য আগাম অনুমতি নিয়ে জেলা শাসকের দফতরের এসেছিলেন।কিন্তু অভিযোগ জেলা শাসক তার সাথে দেখা করেন নি।সাংসদ আরো অভিযোগ করে বলেন গত ছয় মাস ধরে বিভিন্ন সময়ে নানা তথ্য জানতে চেয়ে মেল করেছেন,সাক্ষাৎ করার জন্য সময় নিলেও তাঁর সাথে দেখা করেন নি।এদিন ধর্নার পর ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুনার হেমরম জানান "পরিস্থিতি যদি এমন চলতে থাকে তবে প্রয়োজনে জেলা শাসকের দফতর ঘেরাও করার মতো পদক্ষেপ নেব। বৃহস্পতিবার আমাকে ডেকেও দেখা করেন নি জেলা শাসক।" যদিও ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েষা রানী সাংসদ কোটার টাকা খরচ প্রয়ঙ্গে জানিয়েছেন " টেন্ডার হয়ে গিয়েছে।বিডিওরা ইতিমধ্যে ওয়ার্ক ওর্ডার ইস্যু করেছেন।লক ডাউনের কারনে কাজ শুরু করা যায় নি।"সাংসদ কুনার বাবু বলেন " জেলা শাসক বলছেন টেন্ডার হয়ে গিয়েছে।কিন্তু আমি জানুয়ারি মাসে স্ট্যাটাস রিপোর্ট চেয়েছিলাম।আবার বৃহস্পতিবার স্ট্যাটাস রিপোর্ট চেয়েছিলাম।তার জন্য মেল করেছি,চিঠি দিয়েছি।কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জানানো হয়নি।জনগন আমাকে কাজের জন্য পাঠিয়েছেন। সেই কাজ আমি করতে চাইছি কিন্তু আমাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ করে জেলা শাসক সেই কাজে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন।সেই জন্য আমি আজ রাস্তায় নামতে বাধ্যা হয়েছি।" ছাড়াও এদিন সাংসদ কেন্দ্রীয় নানা প্রকল্প গুলির কোথায় কত টাকা বরাদ্দ হয়েছে তা তুলে ধরেন এবং প্রকল্প গুলি চালু হচ্ছে না বলেও সাংবাদ মাধ্যমের কাছে অভিযোগ করেন।এরা পাশাপাশি তিনি বলেন" প্রয়োজনে জেলা শাসকের অফিস ঘেরায়ের মতো কর্মসুচি নেওয়া হবে।"

মাস্ক না পড়ায় দিনহাটায় গ্রেফতার ১৩

দিনহাটা, ৩ জুলাই (হি. স.) : মাস্ক না পড়ে রাস্তায় বের হওয়া পথচারী, টোটোচালক ও গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল কোচবিহারের দিনহাটা থানার পুলিশ।

শুক্রবার এসডিপিও মানবেন্দ্র দাস, আইসি সঞ্জয় দও ও অন্যান্য আধিকারিকদের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী দিনহাটার ব্যস্ততম এলাকা পাঁচমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে মাস্ক ছাড়া বের হওয়া পথচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গ্রেপ্তার করেন। আইসি সঞ্জয় দও বলেন, এদিন পথচারীদের পাশাপাশি যে সমস্ত টোটোচালক কিংবা গাড়িচালক মাস্ক ছাড়া বাইরে বেরিয়েছেন, তাঁদের সকলকেই গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, গত একমাসে কোচবিহার জেলায় করোনার গ্রাফ অনেকটাই নিম্নমুখী। সেকারণে জেলা জুড়ে বেশ কিছু শিথিলতা দেখা যাচ্ছে। দিনহাটা মহকুমাতেও শিথিলতা অনেকটাই বেড়েছে। দোকান খোলা রাখার সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ নানা প্রয়োজনে শহরমুখী হচ্ছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাসিন্দাদের অধিকাংশই করোনা প্রতিরোধে যে বিধিনিষেধ মানা প্রয়োজন, তা মানছেন না। কেউ মাস্ক না পড়েই বেরোচ্ছেন, আবার কেউ বা মাস্ক গলায় ঝুলিয়েই দিব্যি বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ইমরানের মিথ্যে ও বালুচিস্তানে বিদ্রোহের সত্যতা

আর কে সিনহা

নিজ দেশে বিদ্রোহের আগুন দেখতেই পাচ্ছেন না ইমরান খান। তিনি বুঝতেই পারছেন না, অথবা জানতেই চাইছেন না যে পাকিস্তানের দখলে থাকা বালুচিস্তান প্রদেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। আয়তনের দিক থেকে সবথেকে বড় প্রদেশ বালুচিস্তানে, বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি নামক একটি সংগঠন যেনতেন প্রকারেণ পাকিস্তান থেকে বালুচিস্তানকে পৃথক করতে চাইছে। এই লক্ষ্যে এই সংগঠন এবার হিংসার পথ বেছে নিয়েছে।

পাকিস্তানের আর্থিক রাজধানী করাচি শহরে অবস্থিত পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিংয়ে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলারও দায় স্বীকার করেছে বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি। কিন্তু, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান পাক সংসদে নির্লজ্জের মতো দাবি করেছেন, করাচিতে সন্ত্রাসী হামলার নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে। সন্ত্রাসী হামলার পরবর্তী দিনই তিনি এমন অসত্য দাবি করেছেন। যদিও, তার আগেই করাচি হামলার দায় স্বীকার করেছিল বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি। ভারতকে অভিযুক্ত করে কোনও রকম প্রমাণ উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি ইমরান খান। স্টক এক্সচেঞ্জে সন্ত্রাসী হামলায় কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। হামলাকারীরা গ্রেনেডও নিক্ষেপ করেছিল। নির্লজ্জের মতো ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে ইমরান খান আরও বলেছিলেন, মুম্বইয়ে ২০০৮ সালে সন্ত্রাসী হামলা ভারতই করিয়েছিল, ওই হামলায় ১৬৬ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। একের পর এক মিথ্যা কথা বলেই চলেছেন তিনি। মুম্বইয়ে ভয়াবহ ওই হামলার পর ১০ বছরের বেশি সময় অতিক্রান্ত, কিন্তু পাকিস্তান এখনও পর্যন্ত দোষীদের সাজা পর্যন্ত দিতে পারেনি। যাইহোক, হামলায় অভিযুক্তদের নামে মামলা চলছে। ইমরান খানকে প্রশ্ন করা উচিত, মুম্বই হামলা যদি ভারত করিয়ে থাকে তাহলে পাকিস্তানে কেন অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে? তাঁদের জানানো উচিত আজমল কাসব কে ছিল?

পাকিস্তান তো মুম্বই হামলার পরই বলেছিল, ওই হামলায় তার কোনও ভূমিকা ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানের উপর যখন চাপ বাড়তে থাকে, তখন লস্কর-ই-তৈবার জাকির-উর-রহমান লখবি ও তার সাগরেদদের গ্রেফতারও করেছিল পাকিস্তান। আমেরিকা ও ব্রিটেনের চাপের পর মুম্বই হামলার অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আদালতে মামলাও করেছিল পাকিস্তান। মনে রাখবেন এই মামলায় কিছুই হবে না।

ইমরান খান যেহেতু কখনই সত্যের পাশে দাঁড়ান না, তাই এই মুহূর্তে বালুচিস্তানের পরিস্থিতির কারণ তিনি বুঝতে পারবেন না। সেখানে বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি পাকিস্তানি পাঞ্জাবীদের হত্যা করছে। এখন প্রশ্ন হল, বালুচিস্তানে পাঞ্জাবীদের কী কারণে নিশানা করা হচ্ছে? হিংসাকে তো কখনই সঠিক বলে বিবেচনা করা যায় না। কিন্তু, এটা জেনে রাখুন সমগ্র পাকিস্তান পঞ্জাব ও পাঞ্জাবীদের হিংসা করে। সবাই মনে করে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রান্তই তাঁদের শোষণ করে, তাঁদের অধিকার কেড়ে নেয়। ইমরান খান নিজেও পঞ্জাবি। তিনি পঞ্জাবের মিয়াওয়ালী থেকে নির্বাচনে লড়েন। তিনি কী জানেন না, তাঁর দেশেই পাঞ্জাবীদের নিয়ে দেশবাসীর মনে কতটা রাগ রয়েছে?

কিছু সময় আগে বালুচিস্তানে বন্দুকবাজরা একটি বাস থেকে যাত্রীদের নামিয়ে, তাঁদের মধ্যে বহু যাত্রীকে গুলি করেছিল। বন্দুকবাজরা করাচি এবং গদরের মধ্যে চলাচল করা বাস থামিয়েছিল, প্রথমর যাত্রীদের পরিচয় জেনে নেয়, তারপর হত্যালীলা শুরু করে দিয়েছিল। মৃত বাস যাত্রীরা মূলত পঞ্জাবি মুসলমান ছিলেন। হত্যাকারীরা প্রথমে যাত্রীদের পরিচয় জানে, তারপর অ-পঞ্জাবীদের ছেড়ে দিয়েছিল এবং পঞ্জাবীদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। বালুচিস্তান প্রদেশে পঞ্জাবীদের হত্যার ঘটনা এটাই প্রথম নয়, সেখানে পঞ্জাবীদের উপর প্রায়ই প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়। পঞ্জাবীদের হত্যা করছে বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি। পঞ্জাবীদের অপহরণও করা হচ্ছে। পাকিস্তানের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া রাজ্য মনে করা হয় বালুচিস্তানকে। উন্নয়ন থেকে বহু দূরে রয়েছে বালুচিস্তান।

বালুচিস্তানে পঞ্জাবি-বিরোধী আন্দোলন আপাতত পাকিস্তান সরকারের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। চিনের সহায়তায় সেখানে ৭০০ কিলোমিটার লম্বা গদর বন্দর তৈরি হয়েছে। পাকিস্তান মনে করে গদর বন্দর হওয়ার ফলে দেশের ভাগ্য বদলে যাবে। কিন্তু, বালুচিস্তানে জনগণ এমনটা মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন, গদর বন্দর তৈরি হওয়ার ফলে শুধুমাত্র পঞ্জাবিরাই লাভবান হবে। বালুচিস্তানের জনগণ মনে করেন, তাঁদের অঞ্চলের সম্পদের মাধ্যমে শুধুমাত্র পঞ্জাব ও পাঞ্জাবীদেরই পেট ভর্তি করা হবে। আসলে এজন্যই বালুচিস্তানে পাঞ্জাবীদের হিংসা করা হয়। সত্যি বলছি, বালুচিস্তান শুরু থেকেই পাকিস্তান থেকে পৃথক হতে চাইছে। স্বাধীনতার সময় ভারতের অংশ হতে চেয়েছিলেন তাঁরা, যা নেহেরুজি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্যই পাকিস্তানের অঙ্গ হিসেবে থেকে গিয়েছে। যে পাকিস্তান বারবার কাশ্মীরের জন্য কাঁদছে, তাঁরা এখনও পর্যন্ত বালুচিস্তানে কোনও উন্নয়নমূলক কাজই করেনি। বালুচিস্তান কম-বেশি অন্ধকার যুগেই থেকে গিয়েছে।

পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ : পঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান এবং খাইবার পাখতুনখাওয়া। এগুলি ছাড়াও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ও গিলগিট বালতিস্তানও পাকিস্তান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ভারতের থেকে অবৈধভাবে পাকিস্তান যা দখল করে রেখেছে। পাকিস্তানি সেনা প্রকাশ্যেই বালুচিস্তানের মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করছে। পুরুষদের নির্মমভাবে মারধর করা হচ্ছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বালুচিস্তান ও সিন্ধু থেকে কেউ সন্ত্রাসবাদী হতে যায় না। এজন্যই সন্ত্রাসবাদীরা ও আইএসআই ক্রুদ্ধ, তাই সিন্ধু ও বালুচিস্তান প্রদেশের মানুষের উপর নিপীড়ন করছে। পঞ্জাব ও খাইবার পাখতুনখাওয়া থেকেই সন্ত্রাসবাদীরা তৈরি হয়, এমনটাই বলা হয়। হাফিজ সৈয়দ এবং মাসুদ আজহারও পঞ্জাবি এবং তাঁদের কেন্দ্রও পঞ্জাব প্রান্তেই। বালুচিস্তানকে এবার প্রাপ্য অধিকার দিতে হবে পাকিস্তান সরকারকে। যদি তাঁরা সফল না হয় তাহলে বালুচিস্তানের বিদ্রোহ আরও বেড়ে যাবে। তখন বালুচিস্তান পাকিস্তানের অংশ হয়ে থাকা অত্যন্ত কঠিন হবে। ইমরান খান এটা বুঝে নিন, নিজ দেশে সন্ত্রাসী হামলার জন্য ভারতের উপর দোষ চাপিয়ে তিনি পালাতে পারবেন না। সত্যের মুখোমুখি না হলে আখেরে তাঁরই ক্ষতি হবে।(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

জর্জ ফ্লয়েডের আর্তনাদ...

সর্দার আমজাদ আলি

১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার এটা ২৪৪ বছর। সভ দুনিয়ার সেরা মহাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২৫ মে থেকে ১০ জুন, ২০২০--- এই ২১দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিনয়াপোলিস শহরে জর্জ ফ্লয়েড নামে একজন ভালো মানুষের গলায় প্রায় ৯ মিনিট হাঁটুর চাপে শ্বাসরুদ্ধ করে খুন করল ডেরেক সোভিন নামে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ। সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখলেন সোভিনের আরও ৩ শ্বেতাঙ্গ সহকর্মী।

আমেরিকায় তো বটেই, ইউরোপের বিভিন্ন দিবেশে

ফ্রয়েডের খুনের নিন্দায়, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কালো মানুষের সঙ্গে সাদা চামড়ার মিছিলের ঢল মেনেছে। তাঁদের স্লোগান "Black live matter"

প্রতিবাদের স্বর শোনা যায়নি অনেক দেশে, তার মধ্যে একটি—সে আমার মহান ভারত। সমানাধিকারে ন্যায় বিচারের, সংখ্যালঘু নির্যাতনের, বর্ণবৈষম্যের বিরদ্ধে যারা অগ্রণী হয়ে পথে নামেন---সেই বাম-দক্ষিণ-মধ্য আজও লক্ষ্ণীয়ভাবে নীরব। যে দেশের গান্ধি কালো মানুষের অধিকার আদায় করতে সাদা চামড়ার হাতের চাবুকে শরীর পেতে দেন---সেই দেশের না সরকার ---না জনতা, প্রতিবাদে পথে নামেনি—এ এক বিস্ময়।

'বর্ণবৈষম্যে', 'সংখ্যালঘু'--- শব্দগুলো বহুচর্চিত ---বহু বিতর্কিত। কোনও এখটা বিশেষ গোষ্ঠীকে তুলনামূলকভাবে সংখ্যাল্পতার নিরিখে সংখ্যালঘু তকমা দেওয়া যায় কিনা, এ বিতর্ক এক এক জনগোষ্ঠীর সার্বিক বিন্যাস, ক্ষমতায়ন এবং সুযোগসুবিধার তুল্যমূল্য অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিচার্য হয়ে দাঁড়ায়। জন্মসূত্রের কুলকৌলীন্য নিয়ে 'বর্ণ' নির্ধারিত হয়, আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধুমাত্র সংখ্যার বিচারে সীমাবদ্ধ না রেখে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অংশদারিত্বের মূল্যায়নে সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু তত্ত্বের মীমাংসা হওয়াটা অভিপ্রেত বলে অনেকে মনে করেন। আবার সংখ্যায় বেশি হলেও ক্ষমতায়নে স্বল্পসংখ্যকের প্রাধান্য আমাদের দেশে চতুর্বর্ণ সমাজে, এমন কি ঔপনিবেশিক শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলির এই ব্যতিক্রমী তত্ত্বের অনেক প্রমাণ হাতে আসে।

সেই তাত্ত্বিক বা নৈয়ায়িক বিচারের না গিয়ে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে আধুনিক বিশ্বের যুদ্ধোত্তর পটভূমিতে ১৯৪৭ সালের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সময় থেকে রাষ্ট্রসংঘের পরিক্রমণের পরেও অদ্যাবধি সময়কালতক সংখ্যালঘু তত্ত্বের কোনও সার্বিক ফয়সালা হয়ে ওঠেনি।অতএব সেই অর্থে, কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকে কি একটা ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু বা সাধারণ খুনের ঘটনা বলাটাই সংগত হবে? যদি সেটাই সঠিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য হয়, তবে---'প্রতিবাদী যারা তাদের জীবন নরক করে', দাপিয়ে সেটাই কি স্বাভাবিকতা?

এই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে আমরা, যারা শুনতে অভ্যস্ত।

'কালো,তো সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ'—সেই তারাও চুপ। কালো হরিণ চোখের মুগ্ধতায় রাঢ়ভূমির রাঙামাটির ডাকে ছুটে যাওয়া বিশ্বকবির নন্দনতত্ত্বের উপাসক বাঙালি মননে ডম্বরু বাজে তখন, যখন শুনি সে এক আদিম যুগে যখন প্রকৃতির খেয়ালী খেলায়---'প্রাচীন ধরিত্রীর বুক থেকে ছিনিয়ে' নিয়ে যাওয়া এক ভূখণ্ড আফ্রিকা, সেই 'মানহারা মানবীর জন্য বিচলিত হন তিনি, যিনি বলতে পারেন---'বিধির বিধান ভাঙতে পারো/ এতই তোমরা শক্তিমান'---সেই শক্তিমানের শক্তি প্রদর্শনের বীভৎসতায় আতঙ্কিত হয়ে বিশ্ব যখন পথে নামে, কবিগুরুর সোনার বাংলার---'ডালপালা আজ উতলা হয় না'। মিথ্যা মনে হয় গোখেলের সেই ভবিষ্যবাণী। বিস্মরণের সংক্রমণের অবজ্ঞার করুণ পরিণতির ফলে বিশ্বের একাধিক সভ্যতার বিনাশ ঘটেছে, তার সঙ্গে সঙ্গেস সংস্কৃতিরও। তার প্রমাণ পৃথিবীর ইতিহাসে ১৭টি সভ্যতার মধ্যে অবলুপ্তি ঘটেছে যে ৭ টি সেগুলি হল কেল্টিক, জিহান, সামুরহি, গ্রীক, আজিটেক, ক্যাটালহক এবং নৈবাজেপ। পরিচর্য্যা, অনুশীলন, সংরক্ষণ অনুসরণের ফলে দ্বন্দ্বমূলক সংস্কারবাদী আবহের মধ্যে পৃথিবীর আদিমতম সভ্যতা, সৈনিক সভ্যতা আজও বেঁচে আছে, হয়তো আরও বেশি কয়েকশত বছর থাকবে। বিশ্ব চরাচরের চরৈবেতির প্রক্রিয়াকে গ্রহণ বর্জনের আধুনিক মনস্কতার মাপকিটিতে সভ্যতার বিবর্তনে যখন কোনও একটা জাতির শ্রেণি বিভাজন হয়, তেমনই আবার অতীত অন্ধত্বকে বিসর্জন দিয়ে মানব সভ্যতার বিকাশে অংশীদার হওয়াও যায়। সভ্যতার বিকাশে সংস্কারের প্রতিযোগিতায় সফল হওয়া প্রয়াস পারদর্শিতার ওফর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

একথা বলা অসঙ্গত হবে না, মানসিক বৈকল্য থেকে উত্তরণের জন্যে একটা জনগোষ্ঠী সংস্কারমুখী হয়ে উঠলেও তার জিনগত দুষ্ট বাইরাসটা সম্পূর্ণ নির্মূল হয় না। সমস্যার সৃষ্টি হয় সেখানেই, অভিজ্ঞতা তাই বলে। কৃষ্ণকলির কালো হরিণ চোখ বিশ্বকবিকে যতই মুগ্ধ করুক না কেন, কালো মেয়ের সুকের ঘরে আকছার আগুন লাগে, কালো বিড়াল পথ কাটলে যাত্রা নাস্তি হয়, শোকার্তমুখ ঢাকতে হলে কালো থানোর খোঁজ পড়ে। কুসংস্কার, জিনগত একটা নষ্ট ভাইরাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

জিনগত বৈষিষ্ট্য যে একটা বিশেষ মানবগোষ্ঠীর শারীরিক গঠন, মানসিক এবং ব্যবহারিক বৃত্তিকে প্রভাবিত করে---অন্য গোষ্ঠীর কাছে, আধুনিককালে অ্যাশলে মন্টেজ, ড ওযাটসন, রচনার লিউনটন প্রমুখ নৃত্যত্ত্ববিদরা 'জাতি', অর্থাৎ 'রেস' সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছেন—'রেস ইজ আ সোস্যাল কনট্রাস্ট। ভাষা -সংস্কৃতির সঙ্গে গড়ে ওঠা যে 'এথনিসিটি' তার সঙ্গে জাতিগত সত্তা খুজতে যাওয়াটা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

সেই নৃতাত্ত্বিক অভিমতকে স্মরণে রেখে বলতে গেলে ফ্লয়েড এবং তাঁর খুনী শোভিনকে জিনগত কারণেই এক বন্ধনীতে ফেলা যায় না। উদারনৈতিক সংস্কৃতির যে তালাখাল্লাই পরানো হোক না কেন, ২৪৪ বছরের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বমোট ২৩.৮৪ কোটি মানুষের মধ্যে এক গোষ্ঠীর পরিচয়, আমরিকান যারা মোট জনসংখ্যার ৭২ শতাংশ আর এক গোষ্ঠীর পরিচয় আফ্রিকান আমেরিকান যাঁরা ১৩ শতাংশ, বাকিরা অন্যান্য। সেই অ্যাফ্রো-আমেরিকানদের শতকরা ৮০ ভাগই "turn out to be genctic aucestry from african" বলেছেন Dr. watson

ফ্রয়েডের হত্যাকাণ্ডে জিনগত বৈরীতা কিংবা কৌলীন্যের প্রভাব কতটা সে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে উত্তরগত ঐতিহ্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কোনও সিদ্ধান্ত সঠিক নাও হতে পারে। খুনী সোভিন এর অপরাধী সত্ত্বা কালো মানুষের প্রতি সুপ্ত স্বভাবজাত ঘৃণাবোধ থেকে এরকম সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে অগ্রাহ্য করা যাবে না।

তথ্য সূত্রে এটা প্রামাণিত ফ্রয়েডেরে মতো কালো অ্যাফ্রো-আমেরিকানরা যে মার্কিনী রাষ্ট্রব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধ ে ব . হ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার—একথার প্রমাণ দেয় Black live matter এই মুখর স্লোগান। বর্ণবাদ যে মার্কিন জনগণের সংখ্যাগুরু অংশের এক মানসিক বৈকল্যা মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) এর আন্দোলন এভং তার হত্যাকাণ্ড (১৯৮৬) তার প্রমাণ দেয়। এই মুখর স্লোগান যে ফ্লয়েডে শহরে ১৭ বছরের এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবকের হ্যতার পর শুরু হয়েছিল Black live matter আন্দোলন সেই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক ট্রেভর মার্টিনের খুনীকে প্রমাণাভাবে আদালত মুক্তি দিলে—শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলন।

প্রশাসনিক তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে বিশ্বপ্রসিদ্ধ ওয়াশিংটন পোস্ট বলতে বাধ্য হয়েছে— বর্ণবাদের বলির নির্ভরযোগ্য হদিশ প্রশাসনিক সূত্রে যা পাওয়া যায়, তা সবটাই অনুমানভিত্তি, প্রযুক্তির আদুজর মার্কিন প্রশাসনক বিশ্বের ত্রাস ওসামা বিন লাদেনের গোপন ডেরার খোঁজ পায় কিন্তু পুলিশের বুলেটবিদ্ধ কালে ামানুষের খুনের তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়—ভাবতে অবাক লাগে। বাদামি চামড়ার মোহনদাসের কালো মানুষের জন্য যে সংগ্রাম সেটাই ছিল Black live matter

'I can't breath' ফ্লয়েডের আর্তনাদ বিশ্ব শুনেছে। শোনেনি কবিগরুর সোনার বাংলা—বাপুর ভারত। চতুর্বর্ণেণে বর্ণবাদ বোধহয় বুলতে পারেনি ভারত। হতাশ রবীন্দ্রনাথখ কি তাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু/ নিভাইছে তবে আলো/ তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? বিশ্ব আজ জবাবা চাইছে বিশ্বকবির বাংলার কাছে 'মহাত্মার' ভারতের কাছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শুক্রবার আগরতলায় সর্ব ভারতীয় ইউটিইউসি'র কর্মকর্তারা ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে একদিনে করোনায় ৪২ জন মারা গেছেন, নতুন আক্রান্ত ৩,১১৪

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৩।।বাংলাদেশে করোনা শনাক্তের ১১৮তম দিনে গত ২৪ ঘন্টায় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৪২ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকালের চেয়ে আজ ৪ জন বেশি মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল ৩৮ জন মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন ১ হাজার ৯৬৮ জন। শনাক্তের বিবেচনায় আজ মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৬ শতাংশ। আগের দিনও এই হার ছিল ১ দশমিক ২৬ শতাংশ।

শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান। অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘন্টায় ১৪ হাজার ৬৫০ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩ হাজার ১১৪ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকালের চেয়ে আজ ৯০৫ জন কম শনাক্ত হয়েছেন। গতকাল ১৮ হাজার ৩৬২টি নমুনা পরীক্ষায় শনাক্ত হয়েছিল ৪ হাজার ১৯ জন। তিনি জানান, দেশে এ পর্যন্ত মোট ৮ লাখ ১৭ হাজার ৩৪৭টি নমুনা পরীক্ষায় ১ লাখ ৫৬ হাজার ৩৯১ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মোট পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৯ দশমিক ১৩ শতাংশ। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ২১ দশমিক ২৬ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২১ দশমিক ৮৯ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ শনাক্তের দশমিক ৬৩ শতাংশ কম।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং বাসায় মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৬০৬ জন। গতকালের চেয়ে আজ ২ হাজার ৭২৮ জন কম সুস্থ হয়েছেন। গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ৪ হাজার ৩৩৪ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৬৮ হাজার ৪৮ জন। তিনি জানান, আজ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪৩ দশমিক ৫১ শতাংশ। আগের দিন এই হার ছিল ৪৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে আজ সুস্থতার হার দশমিক ১৬ শতাংশ বেশি। ডা. নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১৪ হাজার ৭৮১টি। আগের দিন সংগ্রহ করা হয়েছিল ১৭ হাজার ৯৪৭টি। গতকালের চেয়ে আজ ৩ হাজার ১৬৬টি নমুনা কম সংগ্রহ করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশের ৬৩টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৪ হাজার ৬৫০টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১৮ হাজার ৩৬২টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ৩ হাজার ৭১২টি কম নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। তিনি জানান, মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ৩২ জন পুরুষ এবং ১০ জন নারী। বয়স বিবেচনায় ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে রয়েছেন ১ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৭ জন এবং ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন রয়েছেন। এদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৩১ জন এবং বাড়িতে মারা গেছেন ১১ জন। অঞ্চল বিবেচনায় মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৮ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১০ জন, রংপুর বিভাগে ৪ জন, বরিশাল বিভাগে ১ জন এবং খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট বিভাগে ৩ জন করে রয়েছেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে শূন্য থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ২৩ জন, ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৭০ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ১৪৭ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ২৯০ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৫৭১ জন এবং ষাটোর্ধ বয়সে ৮৫৫ জন।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা বলেন, 'ঢাকা মহানগরীতে কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ৬ হাজার ৭৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ১৪৯টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যা সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭৫টি, আইসিইউ শয্যা সংখ্যা ৪০৩টি। সারাদেশে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সংখ্যা ১১ হাজার ১৪১টি।

সারাদেশে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানেলা সংখ্যা ২০৭টি এবং অক্সিজেন কনসেনট্রেটর ৯৮টি। সারাদেশে সাধারণ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৭০৮ জন, আইসিইউ শয্যায় ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ২০৯ জন এবং ২৪ ঘন্টায় সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যা ৫৭৮ জন, ছাড় পেয়েছেন ৬৬৭ জন।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে আনা হয়েছেন ৮৭৭ জন, মুক্ত হয়েছেন ৬৮৭ জন। এ পর্যন্ত আইসোলেশনে গেছেন ২৯ হাজার ৩৭৯ জন, আর আইসোলেশন থেকে মুক্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৪৩২ জন। বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন ১৫ হাজার ৯৪৭ জন। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টিনে যুক্ত হয়েছেন ২ হাজার ৭১৪ জন, এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টিনে গেছেন ৩ লাখ ৭১ হাজার ৯০৩ জন। ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারেন্টিন থেকে মুক্ত হয়েছেন ২ হাজার ৭৬৬ জন। এ পর্যন্ত মোট মুক্ত হয়েছেন ৩ লাখ ৮ হাজার ৩৪৭ জন। বর্তমানে কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৩ হাজার ৫৫৬ জন।

অন্ধ সমালোচনা গণতান্ত্রিক সমাজের সহায়ক নয় : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৩।।বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, অন্ধ সমালোচনা গণতান্ত্রিক সমাজের সহায়ক নয়। তিনি বলেন, "অবশ্যই সরকারের ভুল যে কেউ ধরিয়ে দিবে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এটি থাকতে হবে। আমরা সেটিতে বিশণস করি। আমরা মনে করি সমালোচনা কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক। কিন্তু অন্ধের মতো সমালোচনা বা যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা' সেই মনোবৃত্তি থেকে সমালোচনা কখনো সহায়ক নয়।"

তথ্যমন্ত্রী শুক্রবার বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের এস রহমান হলে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত সাংবাদিকদের মধ্যে করোনাকালীন সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। ড় হাছান বলেন, 'পৃথিবীর কোন দেশ এই করোনাভাইরাস মোকাবেলার জন্য প্রস্তত ছিলনা। আমরা আমাদের সীমিত সার্মর্থ নিয়ে মোকাবেলা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। এখনো পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশে মৃত্যুর হার ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে কম এবং ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে অনেক কম। আমরা যদি সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে না পারতাম, মৃত্যুর হার ভারত-পাকিস্তানের চেয়ে অন্তত বেশি হতো।'

উন্নয়ন অগ্রযাত্রা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য সবাই মিলে এই মহামারি মোকাবিলা করে দেশ ও অর্থনীতিকে রক্ষার উদাত্ত আহ্বন জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, "আসুন আমরা সবাই মিলে এই মহামারিকে মোকাবেলা করি। আমাদের দেশ ও অর্থনীতিকে রক্ষা করি, আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা যাতে অব্যাহত থাকে, সেইলক্ষ্যে আমরা যেন কাজ করি।" হাছান মাহমুদ বলেন, 'করোনাভাইরাস সংক্রমন শুরু হবার পর অনেকেই শঙ্কা-আশঙ্কার কথা বলেছিলেন। অনেক ধরণের বিশেষজ্ঞ নানা ধরণের মত দিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকের ধারণা ও মতামত ভুল প্রমাণিত হয়ে আজকে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির সাড়ে তিনমাসে বাংলাদেশে আল্লাহর রহমতে একজন মানুষও না খেয়ে মৃত্যুবরণ করেনি। তিনি বলেন, 'অনেকে আশা করেনি এধরণের সাহায্য সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হবে। কিন্তু সরকার মোবাইল ফোনে মানুষের কাছে টাকা পৌঁছে দিয়েছে। মসজিদের ইমামদের কাছে টাকা পৌঁছে দিয়েছে। প্রায় ৭ কোটি মানুষ সরাসরিভাবে সরকারের সহায়তা পেয়েছে। আমাদের দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও ১ কোটি ২৫ লাখ মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছানো হয়েছে। মানুষের জন্য ত্রাণ তৎপরতা করতে গিয়ে দলের অনেক নেতা ও মন্ত্রী-এমপি আক্রান্ত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির তিন জন নেতা মৃত্যুবরণ করেছেন।'

হাছান মাহমুদ বলেন, করোনাভাইরাস মহামারির এই পরিস্থিতিতে সমগ্র পৃথিবীর সবগুলো রাষ্ট্র পর্যুদস্ত। বলা হচ্ছে চায়না খুব ভালোভাবে এটাকে মোকাবেলা করেছে। কিন্তু প্রথম দিকে চায়নাও এই ভাইরাসে অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল। যে ডাক্তার এই ভাইরাসের সন্ধান দিয়েছিলেন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিসাইল-এন্টিমিসাইল কোনটিই কাজ করছেনা। তাদের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি কোনটাই কাজে লাগছেনা, ইউরোপের দেশগুলোতে মৃত্যুর মিছিল হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশ মুক্ত থাকেনি।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য প্রথম থেকে কাজ করে যাচ্ছেন জানিয়ে তিনি বলেন, একই সাথে কোন মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকে, মানুষের যাতে অসুবিধা না হয়, সে জন্য তিনি ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ড় হাছান বলেন, করোনাভাইরাসের শুরুতে চট্টগ্রামে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নানা সমস্যা ছিল। আমি তিনবার এসে এখানে সমন্বয় মিটিং করেছি। চট্টগ্রামের প্রশাসন ও সমস্ত মন্ত্রী এমপিরাও ছিলেন। পরিস্থিতি দু'মাস আগে যা ছিল তারচেয়ে এখন অনেক ভালো হয়েছে। সাংবাদিকদের জন্য ইউএসটিসি'র বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতালে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিকিৎসা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের সহায়তা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করলে তিনি আমাকে উদ্যোগ নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথমে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২ কোটি ৩১ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছিলাম। এরপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের অব্যয়িত অর্থ থেকে আরো ২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়।'

মোট ৪ কোটি ৩১ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সাথে দফায় দফায় আলোচনা করে কারা সহায়তা পাবেন তারা তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সাংবাদিক ইউনিয়নগুলোই তালিকা করেছেন। যারা ইউনিয়নের বাইরে আছেন তাদের জন্য ডিসির সুপারিশ নিয়ে অন্তর্ভুক্তির অপশন রাখা হয়েছে। প্রথম দফায় ১ হাজার ৫'শ সাংবাদিককে এই সহায়তার আওতায় আনা হয়েছে। সেখানে চট্টগ্রাম থেকে ২৫০ জন সাংবাদিক সহায়তা পাচ্ছেন। এবারে যারা বাদ যাবেন, তারা পরবর্তিতে পাবেন বলে জানান তিনি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, নবম ওয়েজবোর্ড ঘোষণা করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে দুটি মামলা হয়েছে। তথ্য সচিব দুই মামলাতেই আসামী। প্রথম মামলা করা হলো তথ্য মন্ত্রণালয় এটা করার অধিকার রাখেনা। পরবর্তীতে করা হলো পূর্বের মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এটা অগ্রবর্তী করা যাবেনা। এটা ঘোষণা করাই একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। পত্রিকার সম্পাদক-মালিক পক্ষ নবম ওয়েজ বোর্ডের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেভাবে এগিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল সেভাবে আসেননি, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।চাকুরিজীবীকে শুধু চাকুরিজীবী নয়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার অনুরোধ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'করোনাকালে বিভিন্ন মিডিয়ার মালিক পক্ষকে প্রথম থেকে অনুরোধ জানিয়ে আসছিলাম যাতে কোন সাংবাদিককে চাকুরিচ্যুত করা না হয় এবং পাওনা যাতে পরিশোধ করা হয়। এতদসত্ত্বেও যেখানে প্রধানমন্ত্রী মানবিকতার উদাহরণ দিয়েছেন, সেখানে অনেক জায়গা থেকে অনেকে মানবিকতা দেখাতে পারেননি। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।'

চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক ম. শামসুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএফইউজে'র সহ-সভাপতি রিয়াজ হায়দার চৌধুরী, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সভাপতি আলী আব্বাস, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ, বিএফইউজে'র যুগ্ম মহাসচিব মহসিন কাজী প্রমূখ।

৪.৭ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি

নয়াদিল্লি ৩ জুলাই (হি. স.) : ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি। শুক্রবার সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ৪.৭ মাত্রার বড়সড় ভূমিকম্প হল দিল্লি, নয়ডা ও সংলগ্ন এলাকায়। কম্পনের তীব্রতায় কাঁপতে থাকে বাড়িঘর। যার জেরে মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়ায়। তবে, এখনও কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানীর খবর পাওয়া যায়নি।

বিগত কয়েক মাস ধরে বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প হয়েছে দিল্লি ও তার আশে পাশে। শুক্রবার ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি। শুক্রবার সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ৪.৭ মাত্রার বড়সড় ভূমিকম্প হল দিল্লি, নয়ডা ও সংলগ্ন এলাকায়। কম্পনের তীব্রতায় কাঁপতে থাকে বাড়িঘর।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, রাজস্থানের আলওয়ারে ৩৫ কিলোমিটার দূরে ভূ-পৃষ্ঠের ১৮ কিলোমিটার নীচে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। তবে, এখনও কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানীর খবর পাওয়া যায়নি।

এর আগে জুন মাসের আট তারিখ ভূমিকম্প হয়েছিল দিল্লিতে যেটার তীব্রতা ছিল ২.১ রিখটার স্কেলে। অল্প সময়ের মধ্যে বারবার ভূমিকম্প হওয়ায় একটা আশঙ্কা ছড়িয়েছে যে এরপর হয়তো খুব বড় একটা ভূমিকম্প হবে রাজধানীতে। তবে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন যে সেটা হলফ করে বলা যায় না।

মিজোরামে ৪.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্প, ক্ষয়ক্ষতি নেই

আইজল, ৩ জুলাই (হি.স.) : ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে মিজোরাম ও পার্শবর্তী এলাকা। শুক্রবার বেলা ২.৩৫ মিনিটে সংঘটিত ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মিজোরামের ভারত-মায়ানমার সীমান্ত জেলা সদর চাম্পাই থেকে প্রায় ৩১ কিলোমিটার দূরে, দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের ১১ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ২৩.২০° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.২৩° পূর্বে। ভূমিকম্পে কোনও হতাহত বা কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে ১৮ জুন ৫.০ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে মিজোরাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য কেঁপেছিল। ওইদিনও মিজোরামের চাম্পাই জেলায় ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০ কিলোমিটার ভেতরে কম্পনের উৎসস্থল ছিল বলে জানিয়েছিল গুয়াহাটির আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র। এর পর ২১ জুন বিকেল ৪:১৫ মিনিটে মিজোরামে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৫.১। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রের তথ্য সেদিন সংঘটিত ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল আইজলের ২৫ কিলোমিটার পূর্ব এবং উত্তর-পূর্বে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার গভীরে ২৫.৬° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৬° পূর্ব ছিল।

এর পরের দিন ২২ জুন ভোর ৪:১০:৫২ মিনিটে ৫.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল

ছয়ের পাতায়

মোবাইলে মেসেজ পেলেই খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন বাংলাদেশের পুলিশ অফিসার কামরুল ফারুক

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৩।।মোবাইলে মেসেজ পেলেই অসহায় মানুষের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন বাংলাদেশের পুলিশ অফিসার কামরুল ফারুক। এ এক অন্য রকম পুলিশ অফিসার,তিনি বাংলাদেশের বিপন্ন জনতার পুলিশ অফিসার। করোনা মহামারীতে মানবিক ভূমিকায় দেশবাসীর দৃষ্টি কেড়ে এক অনন্য উচ্চতায় এই মানবিক পুলিশ অফিসার।

জানা গেছে, বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলায় করোনা সংক্রমণ শুরুর পর থেকে পরিবারের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। নিয়োজিত থেকেছেন সরকারের নির্দেশ মতো কাজ করতে আর স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি কামরুল ফারুকের দিন-রাত কেটে যাচ্ছে করোনা মোকাবিলায়। তার নির্দেশে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে থানা পুলিশের অন্যান্য সদস্যরাও। তবে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ১৬ জন পুলিশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হওয়ার পর কাজের উৎসাহ যোগাতে তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি।

এদিকে,বাংলাদেশের পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকার পাশাপাশি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও মানুষকে সাহায্য করে থাকে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চলতে থাকা মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের আপনজন যেখানে পর হয়ে যায়, সেখানে বাংলাদেশের পুলিশ জীবন, সংসার ও পরিবারের কথা চিন্তা না করে আক্রান্তদেরকে সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। গত ৩ মাস ধরে চলা করোনার মহামারীতে এমন অনেক পুলিশ কর্মকর্তা এ ধরনের বহু কাজ করেছেন। এসময় অসহায় দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য বিতরণসহ নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বাংলাদেশ পুলিশের অনেক সদস্য। তেমনই একজন বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুল ফারুক। তিনি সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় গত বছর আগস্ট মাসে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হিসাবে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকেই থানার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তার ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মত। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা অনেকটাই চলে আসে নিয়ন্ত্রণে। চলতি বছর মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশে শুরু হয় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া। ২৬ মার্চ থেকে দেশব্যাপী লকডাউন শুরু হলে শিল্পাঞ্চল সিদ্ধিরগঞ্জেও লকডাউন চলে। এ সময় সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়ম মাফিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সিদ্ধিরগঞ্জবাসীকে করোনা কালীন এই সময়ে ঘরে রাখতে সম্ভাব্য সব ধরণের পদক্ষেপও গ্রহণ করেন এই কর্মকর্তা। করোনাভাইরাসের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকায় কর্মহীন হয়ে পড়া এলাকার দিনমজুরসহ স্বল্প আয়ের মানুষের ভোগান্তি বেড়ে যায়। অনেককেই খাদ্যের সন্ধানে ছোটাছুটি করতে দেখা গেছে। এমনই সময় সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামরুল ফারুক সেই সব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিতরণ করেছেন সাধ্যমত খাদ্য সামগ্রী। এলাকার কয়েক হাজার পরিবারের মাঝে বিতরণ করেছেন খাদ্য সামগ্রী। যার মধ্যে রয়েছে প্রতিবন্ধী, পরিবহন শ্রমিক, স্কুল শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম-মোয়াজ্জিন। বাদ যায়নি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষও। তাছাড়া যারা চক্ষুলজ্জায় আসতে পারেন না, তাদের গোপনে বাসায় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। প্রকৃত সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের খোঁজে খোঁজে বের করে রাতের আঁধারেও খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন।

করোনাকালীন সময়ে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামরুল ফারুক বলেন, দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অসহায় মানুষের পাশে থাকা একজন পুলিশ সদস্য হিসেবে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে।

আমরা যখন দায়িত্ব পালন করতে বের হই তখন সন্তান পরিবারের কথা মনে থাকে না। তখন দেশ ও জনগণ নিয়েই আমাদের ভাবনা। তিনি জানান, করোনার সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও তিনি তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যাননি। এমনকি ঈদের দিনও যেতে পারেননি পরিবারের কাছে। তার এক মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে স্ত্রী ময়মনসিংহের গফরগাঁওতে অবস্থান করছেন। দীর্ঘ এই সময়ে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। ফোনে নিয়মিত যোগাযোগই এখন একমাত্র উপায়। তবে তারা ভালো আছে। আমি আমার পরিবারের সকলের জন্য দোয়া প্রার্থী।

তিনি বলেন,পরিবহন শ্রমিক থেকে শুরু করে, মধ্যবিত্ত, দিনমজুর, অসহায় খেটে খাওয়া মানুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী ও করোনা সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পুলিশ সদস্যরা যাতে নিরাপদে দায়িত্ব পালন করতে পাওে সেজন্য একাধিকবার তাদের মাঝে সুরক্ষা সামগ্রী, পিপিই, গ্লাভস, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সাবান বিতরণ করা হয়েছে। থানা ভবনের সামনে আগত বিচার প্রার্থী সহ সকলের জন্য হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, বৈশ্বিক সমস্যা করোনা সংক্রমণ থেকে সিদ্ধিরগঞ্জবাসীকে মুক্ত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আইজিপি,ডিআইজিব নির্দেশক্রমে এবং বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী আমার সাধ্য অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি। যতদিন এই মহামারী থাকবে ততদিন আমি আমার কাজ অব্যাহত রাখব। যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন মানবসেবায় নিয়োজিত থাকব।

কুকুরের মাংসের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিষিদ্ধ নাগাল্যান্ডে

কোহিমা, ৩ জুলাই (হি. স.) : নাগাল্যান্ডে নিষিদ্ধ হল কুকুরের মাংসের বাণিজ্যিক ব্যবহার। শুক্রবার একথা জানান সে রাজ্যে মুখ্যসচিব টেমজেন টয়। তিনি বলেছেন, 'রাজ্য সরকার কুকুরের বাণিজ্যিক আমদানি ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে কুকুর মার্কেট, মাংসের ওপর। রান্না করা কিংবা কাঁচা যে কোনও ধরনের মাংস বিক্রি নিষেধ।

জানা গিয়েছে, ডিমাপুর বাজারে কুকুরের মাংস বিক্রির একটা ছবি সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে। সেই ছবি ঘিরে হইচই শুরু হতেই এই সিদ্ধান্ত, এমনটাই সূত্রের খবর। এদিকে, সম্প্রতি চিত্র প্রযোজক ও সমাজকর্মী প্রীতি নন্দী একটা প্রচারাভিযান চালু করেছেন। সেই প্রচারাভিযানে নাগাল্যান্ড কুকুরের মাংস খাওয়া ও বিক্রি বন্ধের দাবিতে সই সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ রাখা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (হি. স.) : আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। দেশজুড়ে বেড়ে চলা করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে ডিজিসিএ। করোনা সংক্রমণের জেরে ভারতে গত ২৩ মার্চ থেকে বন্ধ রাখা রয়েছে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা।

দেশের করোনা পরিস্থিতির কথা বিচার করে আর কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না কেন্দ্রীয় সরকার। এই পরিস্থিতিতে আপাতত দেশের আকাশে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছে ডিজিসিএ। করোনা সংক্রমণের জেরে ভারতে গত ২৩ মার্চ থেকে বন্ধ রাখা রয়েছে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা।

এর আগে, ২৬ জুন আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা নিয়ে আরও একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছিল। সেই বিজ্ঞপ্তিতে দেশে ১৫ জুলাই পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছিল। কিন্তু গোটা দেশে লাফিয়ে বাড়ছে নোভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৫৪৪। যার ফলে আবার

ছয়ের পাতায়

কাছাড়ে গ্রেফতার দুই মহিলা মাদক পাচারকারী, উদ্ধার প্রায় ১৫.৫০ লক্ষ টাকার হেরোইন

শিলচর (অসম), ৩ জুলাই (হি.স.) : করোনা অতিমারিতেও বেপরোয়া মাদক পাচারকারীরা। গোটা রাজ্য যখন এক সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে, এর মধ্যে মাদক কারবারিরা যেন আরও দুরন্ত হয়ে উঠেছে। এ ধরনের এক খবর এসেছে কাছাড় জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর মহকুমা থেকে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, নেশা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কাছাড় পুলিশের অভিযানে আজ শুক্রবার কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর ও জিরিঘাটে দুই মহিলা মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত দুই মহিলা বিন্নাকান্দি প্রথম খণ্ডের বাসিন্দা। তাদের নাম পূর্ণিমা সিংহ (৫৪) এবং আনোয়ারপার ডলুগ্রামের বেণু দেবী (৫২)। তাদের হেফাজত থেকে পুলিশ ১৫৫ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে।

কাছাড়ের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায় জানিয়েছেন, গোয়েন্দা সূত্রের ভিত্তিতে লক্ষ্মীপুর মহকুমা পুলিশ অফিসার অনুরাগ শর্মার নেতৃত্বে পুলিশের দল আজ বেলা দুটো নাগাদ লক্ষ্মীপুর-সোনাই রোডে দুই মহিলাকে আটক করে তল্লাশি চালায়। তালাশি চালিয়ে তাদের হেফাজত থেকে ১৩টি সাবান কেসে উদ্ধার হয়েছে ১৫৫ গ্রাম হেরোইন। ধৃতদের লক্ষ্মীপুর থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। দুই মহিলা পাচারকারীর কাছ থেকে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে অনুমান পুলিশ সুপারের। তাদের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীপুর থানায় ইউএস ২১ (বি) / ২৯ এনডিপিএস অ্যাক্ট-এ ২৩৪/২০২০ নম্বরে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বাজেয়াপ্তকৃত হেরোইনগুলির আন্তর্জাতিক বাজার মূল্য (অবৈধ) প্রায় ১৫.৫০ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন শুল্ক দফতরের অবসরপ্রাপ্ত (আইআরএস)

ছয়ের পাতায়

ওয়েবসাইটে অশ্লীল ভিডিও, গ্রেফতার ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক

ডিব্রুগড় (অসম), ৩ জুলাই (হি.স.) : ওয়েবসাইটে অশ্লীল ভিডিও আপলোড করে পুলিশের জালে পড়েছেন উজান অসমের ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ধ্রুবজিৎ চৌধুরী। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হরিশচন্দ্র মহন্তের দায়েরকৃত এজাহারের ভিত্তিতে গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপককে গ্রেফতার করেছে ডিব্রুগড় সদর থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৯৪-এ/৫০০/৫০৬ এবং আইটি অ্যাক্ট ৬৭-এ ধারায় ১০৪৪/২০২০ নম্বরে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, পুলিশি জেরায় ওয়েবসাইটে যুবতীর সঙ্গে অশ্লীল ভিডিও আপলোড করার কথা স্বীকারও করেছেন অভিযুক্ত অধ্যাপক। তিনি নাকি স্বীকার করেছেন, প্রায় তিন বছর আগে গুয়াহাটির এক হোটেলে ভিডিওটি তিনি তৈরি করেছিলেন। পুলিশ বর্তমানে তাঁর মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, ল্যাপটপ এবং ভিডিও রেকর্ডিঙে ব্যবহৃত ক্যামেরা নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হরিশচন্দ্র মহন্ত জানিয়েছেন, বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিজস্বভাবে তদন্ত করছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্ত অধ্যাপককে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদিকে, ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে পুলিশকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে আহ্বান জানিয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্রস্তুত দেশের মাল্টিপ্লেক্সগুলো অনুমতি মিললেই খুলবে

বিশ্বব্যাপী করোনার আতঙ্কে মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বন্ধ হতে থাকে দেশের মাল্টিপ্লেক্সগুলো। সরকারি নির্দেশনা মেনে জুন মাস থেকে প্রায় সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে চলতে শুরু করলেও সিনেমা হল খোলা নিয়ে এখনো কোনো নির্দেশনা আসেনি হলমালিকদের কাছে। মেলেনি অনুমতি। মাল্টিপ্লেক্স—সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দীর্ঘ চার মাস বন্ধ থাকার পর তাঁরা অনেকেই ইতিমধ্যে সিনেপ্লেক্স খোলার জন্য প্রস্তুত আছেন, অনেকে প্রস্তুত হচ্ছেন। সরকারি নির্দেশনা ও অনুমতি পেলেই সবাই পুরোপুরি নিরাপত্তা নিয়ে দর্শকদের জন্য মাল্টিপ্লেক্সগুলো খুলে দিতে চান।

করোনার প্রকোপ শুরু হওয়ার প্রথম দিক থেকেই সংক্রমণ এড়াতে জনসচেতনতায় বসুন্ধরার স্টার সিনেপ্লেক্স, শ্যামলী, সীমান্ত স্কোয়ার, যমুনা ব্লকবাস্টারসহ সব অভিজাত সিনেমা কমপ্লেক্স এক এক করে বন্ধ হতে থাকে। কারণ, প্রতিটি হলে প্রতিদিন চার—পাঁচটি করে শো হয়। অনেক মানুষের সমাগম এড়াতে গত ২০ মার্চ থেকে বন্ধ হয় স্টার সিনেপ্লেক্স। ইতিমধ্যে বসুন্ধরা শপিং মল চালু হলেও চার মাসের বেশি সময় ধরে সিনেমা হলটি বন্ধ আছে। হলটি চালু করা প্রসঙ্গে সিনেপ্লেক্সের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমাদের খোলার ইচ্ছা আছে। আমরা তৈরি আছি। কিন্তু এটার অনুমতি তো আমাদের হাতে নেই। বাংলাদেশ প্রদর্শক সমিতি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে খোলার ব্যাপারে যোগাযোগ করছে। আমরা সরকারের গ্রিন সিগন্যালের জন্য অপেক্ষা করছি।' হল খুললেও দর্শকদের জন্য হলটি কতটা নিরাপদ হবে, এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'কীভাবে দর্শক নিরাপদে ছবি দেখতে আসবে, সেগুলো নিয়ে প্রাথমিক প্রস্তুতির কথা ভেবেছি। সংক্রমণকে মাথায় রেখে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, হলের ভেতরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হবে। হলের আসনসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে। নতুন—পুরাতন মুভি যা—ই আসুক, সরকার অনুমতি দিলেই আইন মেনে আমরা হল চালু করব।'গত ২১ মার্চ থেকে বন্ধ রাজধানী যমুনা ফিউচার পার্কের 'যমুনা ব্লকবাস্টার' সিনেমা হল। এই হলের কর্তৃপক্ষও হলটি খোলার প্রস্তুতি নিয়ে সরকারের অনুমতির অপেক্ষা করছে। তবে সংকটের কথাও ভাবছে তারা। এই হলের মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ মাহবুবুর রহমান জানান, 'আমাদের যে কর্মিবাহিনী, তারা সবাই প্রস্তুত আছে। আমাদের সব নিরাপত্তাসামগ্রী থাকবে। কিন্তু এখন খুললেই কি আদৌ সিনেমার টিকিট বিক্রি হবে, দর্শক কি আসবে? তা ছাড়া বিশ্বে নতুন ছবি মুক্তি দেওয়া বন্ধ আছে। এখন অনেক পুরাতন ছবি দিয়ে দর্শক টেনে কতটা টিকে থাকতে পারব, সেটাও ভাবনার বিষয়। ঈদের আগে অনুমতি পেলে ঈদকে টার্গেটে রাখব।'

মাল্টিপ্লেক্স বা সিনেমা হল খোলা নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না, তা জানতে চাইলে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র) জাহানারা পারভীন জানান, 'মাল্টিপ্লেক্স খোলার বিষয়ে আমাদের এখনো কোনো মিটিং হয়নি। এটা আমার নলেজে নেই। এখন মন্ত্রী মহোদয় কিংবা অন্য কেউ মিটিং করেছেন কি না, সেটা বলতে পারব না।' প্রদর্শক সমিতির সহসভাপতি মিয়া আলাউদ্দীন বলেন, 'সিনেপ্লেক্সগুলো খুলতে চায়, কারণ, তারা আলাদা প্রস্তুতি নিতে পারবে। কিন্তু সার্বিকভাবে সব হল কতটা সামাজিক দূরত্ব মেনটেইন করে দর্শককে সিটে বসাতে পারবে, সেটাকে বিবেচনায় আনতে হবে। তবে সরকার অনুমতি দিলে আমরা খোলার ব্যবস্থা করব।'

এদিকে সার্বিকভাবে সব প্রেক্ষাগৃহ খুলতে একাধিক চিঠি দিয়েছে প্রযোজক—পরিবেশক সমিতি। প্রযোজক সমিতির সভাপতি খোরশেদ আলম বলেন, 'বিভিন্ন দেশ সিনেমা হল খুলে দিচ্ছে। আমরা এ বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা বা সাড়া পাচ্ছি না। তাই দ্বিতীয়বার চিঠি দিয়েছি। জবাবের অপেক্ষায় আছি।' তিনি মনে করেন, প্রেক্ষাগৃহ খুললেও তেমন দর্শক সেখানে পাওয়া যাবে না। তবু স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাঁদের বসার ব্যবস্থা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে একজন দর্শকের ডানে, বাঁয়ে, পেছনে ও সামনের সিট খালি রেখে তাঁর বসার ব্যবস্থা করতে হবে। ফাঁকা আসনের টিকিটের মূল্য সরকার দেবে। এতে প্রেক্ষাগৃহের মালিক ও ছবির প্রযোজক উভয়েই বাঁচবে।

নির্মাণে এলেন অভিনেত্রী ছন্দা

টিভি নাটক ও চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী গোলাম ফরিদা ছন্দা প্রথমবারের মতো কোনো নাটক নির্মাণ করছেন।জাতীয় শোক দিবসের জন্য 'জোছনা' শিরোনামে একটি টেলিভিশন কাহিনীচিত্র নির্মাণ করছেন তিনি।ক্রাউন এন্টারটেইনমেন্টের প্রযোজনায় নাটকটি পরিচালনার পাশাপাশি এতে নাম ভূমিকায় অভিনয়ও করবেন ছন্দা। শোয়েব চৌধুরীর গল্পে নাটকের চিত্রনাট্য ও সংলাপ করেছেন ফেরারী ফরহাদ।গোলাম ফরিদা ছন্দা বলেন, "অনেক বছর ধরেই তো অভিনয় করছি, কিন্তু কখনো পরিচালনায় আসার কথা ভাবিনি। জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে নাটক নির্মাণের প্রস্তাব দিলে ভীষণভাবে বিষয়টি আমার মনে নাড়া দেয়। কাজটি করতে পারা সত্যিই অনেক ভাগ্যের ব্যাপার।"এছাড়াও এবার ঈদে কামরুজ্জামান সাগরের পরিচালনায় 'বাবারা সব পারে' শিরোনামে একটি টিভি নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি।ছন্দা ছাড়াও ক্রাউন এন্টারটেইনমেন্টের প্রযোজনায় এ সময়ের ১২ জন নির্মাতা শোক দিবসের নাটকগুলো নির্মাণ করবেন। এর মধ্যে আছে-গোলাম সোহরাব দোদুল, ফরিদুল হাসান, শামীম জামান, দেবাশীষ বিশ্বাস, আদিবাসী মিজান, তাজু কামরুল, মোস্তাফিজুর রহমান মানিক, সুজিদ বিশ্বাস, বন্ধন বিশ্বাস, আবু হায়াৎ মাহমুদ ও সুমন ধর।

মার্গো রবি: রানি থেকে জলদস্যু

পাইরেটস অফ দি ক্যারিবিয়ান'য়ের নতুন ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে হার্লি কুইন খ্যাত মার্গো রবি।সাগরে আবার ভাসতে চলেছে 'পাইরেটস অফ দি ক্যারিবিয়ান' ছবির জাহাজ। তবে আগের কোনো পর্বের সঙ্গে মিলই থাকছে না এই ছবিতে।সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে তৈরি হতে যাওয়া এই ছবিতে কেন্দ্রিয় চরিত্রে অভিনয় করবেন অস্ট্রেলিয়ান অভিনেত্রী মার্গো রবি।'সুইসাইড স্কোয়াড' ছবিতে হার্লি কুইন এবার তবে জলদস্যুই হচ্ছেন।এই প্রোজেক্টের সঙ্গে জড়িত একজনের সূত্র ধরে রয়টার্স জানায়, নারী জলদস্যুদের নিয়ে তৈরি হতে যাওয়া এই ছবির কাজ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে জনপ্রিয় ছবি নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে নারীদের দিয়ে অভিনয় করানোর এই কৌশল হলিউডে নতুন নয়।যেমন- ক্লাসিক ছবি 'ঘোস্টবাস্টার্স'। ২০১৬ সালের নতুন করে তৈরির করার পর দেখা গেল ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন মেলিসা ম্যাককার্থি। 'ওশেন্স' ছবির সবগুলো পর্বেই ছিল পুরুষ কেন্দ্রিক। তবে ২০১৮ সালে 'ওশেন্স'৮' ছবিটা তৈরি করা হয় নারী অভিনেত্রীদের নিয়ে। যাদের মধ্যে ছিলেন সান্দ্রা বুলক এবং কেইট ব্ল্যানচ্যাট।সূত্র আরও জানায় নারী 'জলদস্যু' নিয়ে নতুন এই ছবির গল্প লিখেছেন, 'বার্ড অফ প্রে' খ্যাত চিত্রনাট্যকার ক্রিস্টিনা হডসন এবং প্রযোজনা করছেন 'পাইরেটস' ছবির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত চলচ্চিত্র নির্মাতা জেরি ব্রাকহেইমার।'দি হলিউড রিপোর্টার'য়ের উদ্ধৃতি দিয়ে রয়টার্স আরও জানায়, গত বছর 'পাইরেটস অফ দি ক্যারিবিয়ান' ছবির যে নতুন পর্ব তৈরির ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, এই ছবির আয়োজন সেটা থেকে সম্পূর্ণই আলাদা।

চলে গেলেন 'ডান্স-মাস্টারজি' সরোজ খান

ভারতের হিন্দি সিনেমার রাজ্যে সাড়া জাগানো নাচের মুদ্রার প্রচলনকারী সরোজ খান আর নেই।৭১ বছর বয়সে তিনি ছেড়ে চলে গেলেন পৃথিবীর মায়া।তার নির্দেশনায় নাচের মুদ্রা দেখিয়ে বলিউড জয় করা নায়িকার তালিকা বেশ দির্ঘ। শ্রীদেবী থেকে শুরু করে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন- সবাই 'মাস্টারজির' একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।বলা হয় 'তেজাব' সিনেমার 'এক দো তিন' গানটি দিয়েই নৃত্য পারদর্শী মাধুরী দিক্ষিত লাইমলাইটে আসেন। আর এই কোরিওগ্রাফিটি করেন সরোজ খান।

ভক্ত, ছাত্র আর বলিউডে তিনি পরিচিত ছিলেন এই নামেই।মাস্টারজি বলতে এক ডাকে ছুটে আসতেন ভারতের আরেক নৃত্যগুরু প্রভুদেবা।১৯৪৮ সালে জন্ম নেয়া সরোজ খানের ক্যারিয়ার শুরু হয় শিশু শিল্পী হিসেবে। পঞ্চাশের দশকে ব্যাক আপ নৃত্যশিল্পী হিসেবে বেশ কিছু সিনেমায় কাজ করেন।স্বাধীনভাবে কোরিওগ্রাফির কাজ শুরু করে ১৯৭৪-এ। ছবির নাম ছিল 'গীতা মেরা নাম'।

সদ্য প্রয়াত সরোজখান তিনবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। চার দশকেরও বেশি সময়ের নিজের ক্যারিয়ারে ২০০০ এরও বেশি গানে কোরিওগ্রাফ করেছেন তিনি। 'হাওয়া হাওয়াই', 'ধক ধক করনে লাগা', 'ডোলারে ডোলারে' গানগুলোর মত হাজারো গানে তার কোরিওগ্রাফি আজও অনেরে কাছে অনুকরণীয়।২০১৯-এ 'কলঙ্ক' ছবিতে মাধুরী দীক্ষিতের গানে শেষ বারের মতো কোরিওগ্রাফি করেন তিনি।

জানা গেছে, ভারতীয় স্থানীয় সময় আনুমানিক রাত ২ টা ৩০ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

গত ২০ জুন শ্বাসকষ্টের জন্য তাকে মুম্বইয়ের বান্দ্রাতে গুরু নানক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকায় কোভিড-১৯ টেস্ট করা হয়।সেই টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তার।

মাস্ক পরা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না: জেনিফার অ্যানিস্টন

মাস্ক পরার গুরুত্ব তুলে ধরে দায়িত্ববান হওয়ার পরামর্শ দিলেন হলিউড অভিনেত্রী জেনিফার অ্যানিস্টন।নিজের ইন্সটাগ্রাম পেইজ ব্যবহার করে মাস্ক পরার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে মাঠে নেমেছেন 'ফ্রেন্ডস'খ্যাত এই অভিনেত্রী। সঙ্গে কালো একটি মাস্ক পরা ছবিও দিয়েছেন ইন্সটাগ্রামে।তিনি লেখেন, "আমি বুঝি মাস্ক পরাটা কতটা অস্বস্তিকর আর অসুবিধাজনক। কিন্তু তোমাদের কি মনে হয় না এরচেয়েও খারাপ বিষয় হচ্ছে, ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চাকরি চলে যাচ্ছে, স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের অবস্থা খারাপ। আর বহু মানুষ মারা যাচ্ছে এই ভাইরাসে। কারণ আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি না।" তিনি আরও লেখেন, "আমি এখনও মানুষের সাধারণ ভালো গুণের ওপর বিশ্বাস রাখি। আমি জানি আমরা একসঙ্গে এটা করতে পারবো। তারপরও অনেকেই এই সংক্রমণের মাত্রা কমাতে এবং অন্যজনকে নিরাপদ রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।"অ্যানিস্টনের এই পোস্ট থেকে 'ই-এন্টারটেইনমেন্ট' আরও জানায়, ভক্তদের মাস্ক পরার বিষয়টা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হিসেবে না ধরে সকল প্রকার বিতর্ক থেকে দূরে থাকতে অনুরোধ করেন এই অভিনেত্রী।"মানুষ মনে করছে মাস্ক পরার বিষয়টা যেন তাদের কোনো অধিকার কেড়ে নেওয়ার কথা বলছে।"তিনি বলেন, "মানুষের জীবনের বিনিময়ে এই সাধারণ নিরাপত্তার বিষয়টা রাজনৈতিকরণ করার কোনো মানে নেই। এটা নিয়ে কোনো বিতর্কই থাকতে পারে না।"বার্তার শেষের দিকে তার ইন্সটাগ্রামের ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ অনুসরণকারী ভক্তদের অনুরোধ করে লেখেন, "যদি মানুষের জীবনের মূল্য দিতে চান, তাহলে দয়া করে মাস্ক ব্যবহার করুন আর আশপাশের মানুষদেরও এই ব্যাপারে উৎসাহ দিন।"বর্তমানে তার সঞ্চালনায় 'দি মর্নি শো'তেও একই কথা উল্লেখ করেন এই অভিনেত্রী।বলেন, "মাস্ক পরুন দায়িত্ববান হোন। সবকিছু খুলে যাচ্ছে মানেই এই নয় এটা নিরাপদ।"এবারই প্রথম নয়, এর আগেও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে মহামারীর সম্পর্কে সচেতন করতে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন জেনিফার অ্যানিস্টন।

করনের 'কফি'র ধোঁয়া আর উঠবে কি?

হটস্টারে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে ষষ্ঠ সিজনের ট্রেইলার। কিন্তু 'কফি উইথ করন' আগের মতো চলবে কিনা ভাবাচ্ছে বলিউডবাসীদের।সুশান্ত সিং রাজপুতের মতো তরুণ একজন অভিনেতার আত্মহত্যা কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে বলিউড 'মাফিয়া'দের।বংশ পরম্পরার শিকার হয়েই সুশান্ত এভাবে চলে গেলেন কিনা তা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকলেও নীরবে সোশাল মিডিয়া ছেড়েছেন সোনম কাপুর, আলিয়া ভাট, সোনাক্সি সিনহা। পরিধি ছোট করেছেন করন জোহর নিজের।অথচ এই করন জোহর মানেই বলিউডের রমরমা অবস্থা। সকল তারকাদের সন্তানের হাতেখাড়ি করানোর দায়িত্ব যেন তার।সেই দায়িত্বের ফাঁকে কি অবহেলিত তারকাদের গণ্ডির বাইরের বলিউডবাসীরা?এই প্রশ্ন বারবার আসছে সুশান্তের আত্মহননের পর।'বে-ফিকরে' সিনেমাটি থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া. 'রামলীলা' সিনেমাতে অভিনয় করতে না দেওয়া-সহ হাজারও অভিযোগ করনকে আসামী করেছে সুশান্ত ভক্তদের চোখে।এবং 'কফি উইথ করন' অনুষ্ঠানটিকেও দোষারোপ করছেন সমালোচকরা। এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে ইচ্ছা করে কাউকে ছোট দেখানে হয় বলে অভিযোগটা আরও তীব্র হয়েছে।বিশেষ করে সুশান্তের মারা যাওয়ার পর বেশ কিছু পর্বের অংশ বিশেষ ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে যেখানে সুশান্তকে হেয় করা হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই।এর মধ্যে কঙ্গনা রানাউতও একজন।এর আগেও করনের এই বিশেষ অনুষ্ঠান নিয়ে নানা ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তারকাদের। সদ্য প্রয়াত ঋষি কাপুরের রোষানলে পড়তে হয়েছে সোনম কাপুর এবং দীপিকা পাড়ুকোনকে রনবীর কাপুরের সঙ্গে প্রেম নিয়ে মন্তব্য করার জন্য।দুই ক্রিকেটার, হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং কেএল রাহুল হয়েছেন অবাঞ্ছিত।কিন্তু প্রাণনাশের ঘটনা অন্তত ঘটেনি। সুশান্ত মরে গিয়ে প্রমাণ করলেন, মজা করা আর অপমানের মধ্যে সুক্ষ্ম পর্দা বিদ্যমান।

শুক্রবার আগরতলায় সিআইটিইউ ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

চিন কখনই আমাদের প্রতিবেশী ছিল না, ৬২-র ভুল সংশোধনের দরকার : কর্নেল সব্যসাচী বাগচি

ভারতের কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিতে পরিণত হওয়া চিন কখনই ভারতের প্রতিবেশী ছিল না। ১৯৬২-র যুদ্ধে ভারতের পরাজয়ের পরও তৎকালীন সরকার চিনের শর্ত মেনে নিয়ে পিছু হটে যাওয়ার ভুলের কারণে আজও আমাদের ভুগতে হচ্ছে। বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে বিশেষ আলাপে এই তথ্য দিয়েছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল সব্যসাচী বাগচি। চিন-সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, চিনের সীমান্ত কখনই ভারত লাগোয়া নয়। ব্রিটিশ আমলে চিন ও ভারতের মাঝে তিব্বত ছিল, অর্থাৎ তিব্বত ছিল চিন সীমান্ত লাগোয়া। ১৯৬২-র যুদ্ধে যখন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পরাজিত হয়েছিল, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তিব্বতে চিনের আধিপত্য মেনে নিয়েছিলেন। এরপরই অতিক্রমণবাদের নীতি অবলম্বন করে সমগ্র তিব্বত দখল করেছে চিন এবং ভারতের প্রতিবেশী হয়ে উঠেছে।

কর্নেল সব্যসাচী জানিয়েছেন, চিনের সঙ্গে ভারতের পাঁচটি চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা মানেনি চিন। তিব্বতে চিনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জম্মু ও কাশ্মীর থেকে উত্তর-পূর্ব পর্যন্ত চিনের সীমান্ত নিয়ে বিবাদ তৈরি হয়েছে, যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। কর্নেল সব্যসাচী বলেছেন, ৬২-র পর ১৯৬৭-তেও চিনের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ৫০০-৭০০ জন চিনা সৈন্যকে মেরে ফেলেছিল। তখন চিন বুঝতে পেরেছিল, ভারতের সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে তাঁরা কখনই জিততে পারবে না। কারণ ৬২-র যুদ্ধের সময় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত ছিল না এবং তৎকালীন সরকার সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেনি। আমাদের পরাজয়ের পরই মর্মাহত হয়ে জওহরলাল নেহেরুও মারা গিয়েছিলেন। এরপর লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি, শক্তিশালী করাও শুরু করেন। এরপর ১৯৬৭-তে যখন পুনরায় সংঘর্ষ হয়, তখন চিন বেশ ধাক্কা খায়। বুঝতে পারে ভারতের সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে কখনই জিততে পারবে না। পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে। এখন ২০২০ সাল এবং সমস্ত দিক থেকেই চিনকে চাপে রাখবে ভারত। চিনের সীমান্তে আমাদের শক্তি আগের তুলনায় বহুগুণ বেড়েছে, চিন অভ্যন্তরীণভাবে ফাঁপা হয়ে পড়েছে।

কর্নেল বাগচি আরও জানিয়েছেন, এখন চিনের প্রতি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অবস্থান কঠোর এবং বাহিনীর মনোবল চাঙ্গা। সেই কারণে চিন ভালোই বুঝতে পেরেছে ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁরা কখনই জিততে পারবে না। এই কারণেই সীমালঙ্ঘনকারী নীতি গ্রহণ করেছে। কখনও নেপালকে সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, কখনও আবার পাকিস্তানকে পিছনের দরজা থেকে সহায়তা করে। কর্নেল সব্যসাচী বাগচি জানিয়েছেন, এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য চিন, তিব্বত সীমান্তে একটি চুক্তি করতে হবে, শুধুমাত্র কাগজে-কলমে নয় ভূমিতে রেখাঙ্কন করতে হবে। সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

চিনকে তাঁদের সীমা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নথি প্রস্তুত করতে হবে। তবেই চিন সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে। কর্নেল বলেছেন, ৬২-র পর ভারতের ১২০০০ স্কোয়ার ফুট ভূখন্ড দখলে রেখেছে চিন। নেপথ্যে অনেক ভুল রয়েছে। ভুল শোধরাতে হবে আমাদের। কর্নেল বাগচি স্পষ্টভাবে বলেছেন, ভবিষ্যতের প্রজন্মকে চিন সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে হলে, এখনই সঠিক সময় এবং ভারত সরকারের উচিত চিনের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক থেকে রাজনৈতিক এবং আর্থিক থেকে সেনা শক্তি পর্যন্ত ব্যবহার করা। পাশাপাশি সীমা নির্ধারণ করতে হবে। ভারতকে শুধুমাত্র আত্মনির্ভর করার জন্যই নয়, সুপার পাওয়ার হওয়ার লক্ষ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী পদক্ষেপ হবে।

কালাইন হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্স-কর্মীরা হোম কোয়ারান্টাইনে, ফের সোয়াব সংগ্রহ

কালাইন (অসম), ৩ জুলাই (হি.স.) : বৃহস্পতিবার রাতে নার্স শুক্লা মাহাতোর শরীরে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে বলে খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কালাইন সিএইচসি হাসপাতালের পরিষেবা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে হাসপাতালের প্রত্যেক কর্মচারীকে ১৪ দিনের জন্য হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। হাসপাতালের নার্স মাহাতোর সোয়াব টেস্টের রিপোর্টে করোনা পজিটিভ আসায় বর্তমানে গোটা এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডা. মৈত্রেয়ী সুর ভৌমিক জানান, গত ৩০ জুন কালাইন সিএইচসি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স সহ প্রত্যেক কর্মীর সোয়াব টেস্টের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। আসাম টার্গেটেট সার্ভেইলেন্স প্রোগ্রামের (এটিএসপি) আওতাধীন হাসপাতালের ল্যাবরেটরি শাখা গত ৩০ জুন স্থানীয় থানা, পেট্রোল পাম্প ও হাসপাতাল কর্মীদের সোয়াব সংগ্রহ করেছিল। সোয়াব টেস্টের ফলাফলে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে ২৯ বছর বয়সি বিবাহিতা শুক্লা মাহাতোর। শারীরিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শুক্লার ইমিউনিটি কম ছিল। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন খবর আসার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক কর্মীর মনোবল দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক কর্মচারীকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সবাই সাবধানতা অবলম্বন করে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন। করোনায় আক্রান্ত শুক্লা মাহাতো অত্যন্ত অমায়িক ও মিশুক স্বভাবের মহিলা। তাই প্রায় প্রত্যেক কর্মচারী তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। ফলে সবার সকলের মধ্যে দুশ্চিন্তা তাড়া করছে। আগামী ৭ জুলাই দ্বিতীয় পর্যায়ের সোয়াব সংগ্রহ করা হবে তার। ওই রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা পিছু ছাড়বে না কারোর। বর্তমানে হাসপাতাল কর্মচারীদের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী এলাকার জনমনে বেজায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে কালাইন সিএইচসি হাসপাতালে। ডা, মৈত্রেয়ী সুর ভৌমিক জানিয়েছেন, প্রশাসনের তরফে শুক্রবার সকালে গোটা হাসপাতাল চত্বর স্যানিটাইজ করা হয়েছে। ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ঘেঁষা ব্যস্ততম হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য আগত রোগীদের আপাতত কাটিগড়া মডেল হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে। কারণ কালাইন সিএইচসিতে এমনিতেই এএনএম জিএনএমের সংখ্যা কম। তবে শুধুমাত্র ইমার্জেন্সি পরিষেবার জন্য পার্শ্ববর্তী জালালপুর বিপিএইচসি, দিগরখাল মিনিপিএইচসি, কমিউনিটি হেল অফিসারদের কালাইন সিএইচসিতে ডেপুটেড করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ, জানিয়েছেন ডা. মৈত্রেয়ী সুর ভৌমিক।

এদিকে, করোনা পজিটিভ আক্রান্ত নার্স শুক্লা মাহাতো বৃহস্পতিবার রাত থেকেই শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আক্রান্ত নার্সের কোনও ট্র্যাভেল হিস্ট্রি নেই। তবে দেড় মাস আগে ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের আসাম-মেঘালয় সীমান্তের মালিডহর টোল গেটে বাইরে থেকে আগতদের করোনা টেস্টের ডিউটিতে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। তখন একজন করোনা পজিটিভ রোগীকে শনাক্ত করা হয়েছিল। সেই করোনা আক্রান্তের সান্নিধ্যে আসার জন্য কর্তব্যরত প্রত্যেক চিকিৎসক নার্স কর্মীদের পরবর্তীতে ১৪ দিনের কোয়ারান্টাইনেও পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং দেড় মাস পর সোয়াব টেস্টের রিপোর্টে নার্স শুক্লার করোনা পজিটিভ ধরা পড়ায় গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকা।

বিজেপি-র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকের পরেই আলোচনা তুঙ্গে কৃষ্ণেন্দুকে নিয়ে

কলকাতা, ৩ জুলাই (হি. স.) : শুক্রবার বিজেপির নেতা দুলাল বরের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আচমকাই তৃণমূল সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা জেলার দাপুটে নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করে। গতকালই ইংরেজবাজার পুরসভায় শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা প্রকাশ্যে এসেছিল। তারপর ক্রমেই বাড়ছে কৃষেণ্ন্দুবাবুর দলত্যাগ করে বিজেপি-তে আসার জল্পনা।

বিজেপির এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন হবিবপুরের বিধায়ক জুয়েল মূর্মু ও জেলার বিজেপি সভাপতি গোবিন্দ মন্ডল-সহ অন্যান্য সদস্যরা। এই দুই রাজনৈতিক নেতার এমন সাক্ষাৎ ঘিরে জেলায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজনৈতিক মহলের খবর, নিজের দলের সঙ্গে দুরত্ব তৈরি করে কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন। বিজেপির নেতা দুলাল বর অবশ্য দাবি করেন, কোনও রাজনৈতিক কারণ নয়। নেহাতই সৌজন্য সাক্ষাৎকার। কৃষেন্দুবাবুর সাথে দীর্ঘদিনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। তাঁর দাদা শুভেন্দু চৌধুরীর শারিরীক অবস্থাও খারাপ। তাই তাঁকে দেখতে যাওয়া। এই বিষয়ে যদিও কৃষ্ণেন্দু চৌধুরীর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জেলার রাজনৈতিক মহলের মতে, নিজের দলের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই কৃষ্ণেন্দু নারায়ণের দুরত্ব তৈরি হয়েছে। তা চরমে ওঠে তাঁর পুরপ্রধানের সময়সীমা শেষ হলে, বিরোধী গোষ্ঠীর নেতাকে মুখ্য প্রশাসক পদে ইংরেজবাজার পুরসভায় বসানোর দলীয় সিদ্ধান্তকে ঘিরে। এই নিয়ে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার পুরসভার গেটে বিক্ষোভ জানিয়েছেন কৃষ্ণেন্দু-সহ তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলররা। প্রকাশ্যেই দলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন কৃষ্ণেন্দু। তারপরেই এদিন বিজেপির এই নেতার আগমন।

ছয়ের পাতায়

স্কুলে স্কুলে ফিজ মুকুবের দাবিতে সমাবেশ হল প্রেসিডেন্সির বামেদের

কলকাতা, ৩ জুলাই (হি. স.) : করোনা আবহে দীর্ঘ লকডাউনে রাজ্যে সব স্কুল বন্ধ ছিল। যার জেরে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছিল। এদিকে সেই অনলাইন ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে পারছে না বলে শুক্রবার সকালে অভিযোগ তুলেছেন কিছু স্কুল-কলেজের পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা। আর তারই সঙ্গে "নো স্কুল নো ফিস"-এরও দাবি উঠেছে। আজ এই দাবিতে বিক্ষোভ হল কলেজ স্ট্রিটে।

আজ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকের সামনে সামগ্রিকভাবে এই বিক্ষোভের সমর্থন জানাতে সমাবেশ করল ওই প্রতিষ্ঠানের এসএফআই ইউনিটের সদস্যরা। তাদের দাবি, কেবল স্কুল নয়, কমাতে হবে লকডাউনে কলেজের ফিজও। সেমিস্টার ফিজ নেওয়া চলবে না। এসএফআইয়ের ইউনিট সম্পাদক দেবনীল পাল-সহ অন্যন্যরা বক্তৃতা দেন। পড়াশোনার খরচ কমাও, জাত-ধর্মের বিচার করা চলবে না, এই শিক্ষাবর্ষে স্কুল-কলেজের সমস্ত ফিজ মুকুব করতে হবে প্রভৃতি ধ্বণি দেন। পোস্টারেও লেখা ছিল এই সব দাবির কথা।

প্রসঙ্গত, করোনা আবহে রাজ্য তথা দেশজুড়ে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সবাই যাচ্ছে। আর এই পরিস্থিতিতে অনেকেই কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। অনেকে বেতনের অধিকাংশ কমে গিয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে যদি স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ ফি বাড়ায় তা অভিবাবকদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই ফি বৃদ্ধি সহ একাধিক বিষয়ে প্রতিবাদের পথে নেমেছেন দমদম সেন্ট মেরি এন্ড ডে স্কুল, এ কে ঘোষ মেমোরিয়াল, নারায়নপুর সেন্ট জোন্স স্কুল, জি ডি বিড়লা, তারাতলা নেচার পার্কের বিড়লা ভারতী স্কুল, দিল্লি পাবলিক স্কুল,অ্যাসেম্বলি অফ গড চার্চ স্কুল, হরিয়ানা বিদ্যামন্দির, অশোক হাই সেকেন্ডারি স্কুল, ক্যালকাটা পাবলিক স্কুল, বউবাজারের সেন্ট মাইকেল স্কুলের অভিভাবকরা। প্রতিদিন বাড়ছে বিক্ষোভের মুখে পড়া স্কুলের সংখ্যা। "নো স্কুল নো ফিস" এর দাবিতে সম্প্রতি সল্টলেক বিকাশ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র পরিষদ ও মধ্য কলকাতা জেলা যুব কংগ্রেস কর্মীরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে জোট বাম কংগ্রেসের

বাঁকুড়া, ৩ জুলাই (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে জোট বেঁধে লড়াইয়ে নামলো কংগ্রেস, সিপিআইএম, সিপিআই সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক জোট এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন গুলি উ শুক্রবার তারা একযোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয়েছে।

এদিন বাঁকুড়া শহরের করানীবাঁধে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেসের জেলা সভাপতি নীলমাধব গুপ্ত, সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমিয়পাত্র, সিপিআই নেতা ভাস্কর সিনহা, আইএনটিইউসি নেতা পবন সালামপুরিয়া, সিটু নেতা কিঙ্কর পোষাক। অন্যদিকে ধলডাঙা মোড়ে বাঁকুড়া পুরুলিয়া ৬০-এ জাতীয় সড়ক অবরোধে নেতৃত্ব দেন কংগ্রেসের অরূপ ব্যানার্জি, সিপিআইএম নেতা প্রতীপ মুখার্জী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। একই দাবিতে বাঁকুড়া গোবিন্দ নগর বাস স্ট্যান্ডে সিটু, আইএনটিইউসি, ইউটিইউসি, এআইটিইউসি সহ অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে অবস্থান করা হয়। বড়জোড়ায় বিধায়ক সুজিত চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি প্রতিবাদ মিছিলবের হয়। মেজিয়া শিল্পাঞ্চলের দুর্লভপুরে পথসভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক সংগঠনের নেতা মানব মন্ডল ও সুজয় চৌধুরী। গঙ্গাজলঘাটির অমরকাননে ছিলেন সুনীল হাঁসদা ও সুদীপা ব্যানার্জি। এছাড়াও জেলার ছাতনা, শালতোড়া, ইন্দাস, কোতুলপুর, রাইপুর, রাণীবাঁধ প্রভৃতি এলাকায় বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি দেশে এমন একটা সরকার চলছে যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ। এই জুটি দেশটাকে ঠিকাদারদের হাতে তুলে দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র করেছে তা আটকাতেই দেশের ডান-বাম বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রমিক সংগঠনগুলো এক ছাতার তলায় আসতে বাধ্য হয়েছে। কংগ্রেসের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি নীলমাধব গুপ্ত বলেন, দেশে গত সাড়ে তিন মাস ধরে মানুষ গৃহবন্দি। অফিস-আদালত বন্ধ থাকার সুযোগ নিয়ে মোদি সরকার একের পর এক জনস্বার্থ বিরোধী বিল এনে বিভিন্ন জাতীয় সংস্থাকে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা তা হতে দেব না। কয়লা, বিদ্যুৎ রেল এগুলো দেশের মৌলিক সম্পদ সৃষ্টিকারী সংস্থা। এছাড়াও শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের পরিবর্তে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হবে এই বিল এনেছে মোদী সরকার।সিআইটিইউ নেতা প্রতীপ মুখার্জি বলেন অনেক রক্ত ঝরিয়ে এবং প্রাণের বিনিময়ে শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা কাজের যে দাবি আদায় করেছেন তা মোদী

সরকার যদি তা বাতিল করে তাহলে দেশে ফের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হবে। সিপিআইএম নেতা অমিয় পাত্র বলেন, দেশের ৪৮ লাখ সরকারি কর্মচারী ও ৬৮ লাখ পেনশনভোগীর মহার্ঘভাতা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে এটা অত্যন্ত অমানবিক। পেট্রোল-ডিজেলের আন্তর্জাতিক বাজারে দাম যেখানে তলানিতে সেখানে ভারতীয় বাজারে আকাশ ছুঁতে চলেছে। অমিয় পাত্র বলেন, এই ষড়যন্ত্রের শিকার সাধারণ গরিব মানুষ। কৃষি থেকে শিল্প সব খানেই কর্পোরেটাইজেশনের চক্রান্ত চলছে। এটা আমাদের আটকাতেই হবে। সিপিআই নেতা ভাস্কর সিনহা বলেন, অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য মাসে ৭,৫০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, রেশনে চাল ছাড়াও গম, ডাল, আলু, তেল-মসলা দিতে হবে। অন্তত আগামী ৬ মাস তা চালু রাখতে হবে। এরপরও সরকারের যদি টনক না নড়ে তাহলে সংসদ ভবন অভিযান করা হবে বলে হুমকি দেন জোট নেতারা ।

তৃণমূলের ২১ জুলাই হবে ভার্চুয়াল

কলকাতা, ৩ জুলাই(হি. স.): তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের অনুষ্ঠান এবার হতে চলেছে অনলাইনে। অর্থাৎ ভার্চুয়াল সভা করতে চলেছে শাসক দল। করোনা সংক্রমনের জেরেই এহেন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন এই বিষয়ে দীর্ঘ বৈঠক চলছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে। তবে দলীয় সূত্রে খবর, কালীঘাটের মিলনী সংঘের মাঠে শহীদ বেদি করে সামাজিক দূরত্ব মেনে পালন করা হতে পারে ২১ জুলাই। এই পুরো বিষয়টাই দেখানো হবে অনলাইনে। এদিকে জেলাতেও সামাজিক দূরত্ব মেনে ২১ জুলাই পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বরাহনগরের মান্নাপাড়ায় ছাদ থেকে পড়ে মৃত শিশু, বাবা সঙ্কটে

কলকাতা, ৩ জুলাই (হি. স.) : বরাহনগরের মান্নাপাড়ায় শুক্রবার আবালবৃদ্ধবণিতার মুখে অংশু আর তার বাবা অভিজিৎ দাসের কথা। ছাদ থেকে পড়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর ছ'বছরের অংশুমান মারা গিয়েছে। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে রাস্তায় পড়ে গুরুতর জখম হয়েছেন বাবাও। তেতলা বাড়ির ছাদে ছোটাছুটি করে খেলার ফাঁকে আচমকা রেলিংয়ের ফাঁক গলে রাস্তায় পড়ে মৃত্যু হয়েছে ওই শিশুর। অভিজিৎবাবুকে সঙ্কটজনক অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর মাথা, কোমর ও পায়ের আঘাত গুরুতর। ছেলেকে ধরতে গিয়ে উল্টে যান তিনি। ঘটনার পর থেকে ছেলের খোঁজে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন অংশুমানের মা।

স্থানীয়েরা জানান, বরাহনগরের মান্নাপাড়ায় থাকেন অভিজিৎবাবু। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই তাঁর শ্বশুরবাড়ি। এ দিন বিকেলে তিনি দোকান বন্ধ রেখে স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। মাঝেমধ্যেই মামার বাড়িতে যেত প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া ওই শিশু। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ মান্নাপাড়ার ওই তেতলা বাড়ির ছাদ থেকে আচমকাই পরপর ছেলে ও বাবাকে রাস্তায় আছড়ে পড়তে দেখে হকচকিয়ে যান লোকজন। তাঁদের চিৎকারেই বাইরে বেরিয়ে আসেন অংশুমানের মামা ও অন্যেরা। দু'জনকেই রক্তাক্ত অবস্থায় বরাহনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। অংশুমানের পরিজনেরা জানান, ঘরেই ছোটাছুটি করছিল সে। বারবার বায়না করায় অভিজিৎ শর্ত দিয়েছিলেন, ছাদে গিয়ে ছোটাছুটি করতে পারবে না। এর পরেই তিনি ছেলেকে নিয়ে ছাদে যান। আচমকাই তিন ফুটের রেলিংয়ের মঝের ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ে যায় শিশুটি। খবর পেয়ে সেখানে হাজির হন প্রাক্তন দুই কাউন্সিলর অঞ্জন পাল ও দিলীপনারায়ণ বসু।

ভাড়া না বাড়লে বাস পরিষেবা স্বাভাবিক হবে না তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ জুলাই (হি. স.): যতদিন না ভাড়া বাড়ানো হবে ততদিন বাসের পরিষেবা স্বাভাবিক হবে না। শুক্রবার সাফ জানিয়ে দিলেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ বাস পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে না বলেও জানান তিনি। যে সমস্ত মালিক সংগঠন চালাতে চায় তারা নির্দ্বিধায় বাস চালাতে পারে বলে জানিয়েছেন তপনবাবু।

বাসের ভাড়া বৃদ্ধিতে অনড় বাস মালিক সংগঠন। কোনভাবেই তারা আর পকেটের টাকা ভর্তুকি দিয়ে বাস চালাতে চাইছেন না। এদিকে যেভাবে দিনের-পর-দিন পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়া কোন উপায় নেই বলেই জানাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট সংগঠন। এই পরিস্থিতিতে দফায় দফায় বৈঠকে বসেছে বাস সংগঠন ও রাজ্যের পরিবহন দফতর। সেখানে ভাড়া বৃদ্ধি না করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বারবার ভাড়া বৃদ্ধি না করার আবেদন জানিয়েছে বেসরকারি বাস সংগঠনগুলিকে। অন্যদিকে আগামী তিন মাস ১৫ হাজার টাকা করে ভর্তুকি দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে রাজ্য সরকারের। পাশাপাশি বাস পথে না নামলে সরকার সেই বাস অধিগ্রহণ করবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই ভর্তুকি বাস সংগঠনগুলি গ্রহণ করবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে।

শুক্রবার জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের এক বৈঠক শেষে সংগঠনের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'অনুদান গ্রহণ করবো না। ভাড়া বাড়ানো ছাড়া কোন উপায় নেই।' তাঁর কথায়, 'বাস পরিষেবা কাউকে বন্ধ করতে বলিনি আবার বলিনি চালাও। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বাস চালানো সম্ভবপর হচ্ছে না।' তবে এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে তাঁরা তাঁদের সমস্যার কথা বোঝাতে পেরেছেন বলেই জানান তিনি।

এদিকে, কে বাস পরিষেবা দেবে এবং কে দেবে না সেই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংগঠনের উপরেই ছেড়ে দেন তিনি। তবে, সাধারণ মানুষের যাতে অসুবিধে না হয় সেদিকে নজর দিয়ে পথে সামান্য কিছু বাস চলবে। হয়ত আগামী দিনে বাসের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তপনবাবু। এই বিষয়ে তিনি বলেন, 'যা দেখা যাচ্ছে তাতে অল্প কিছু গাড়ি চলছে। পরিষেবা যথা সম্ভব দেওয়া যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। রাজ্য সরকারের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা কিভাবে পরিষেবা দেওয়া যায় সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। যে পরিমাণ যাত্রী পথে নামছে তাতে যে পরিমাণ বাস চলছে তাতে যাত্রীদের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।' তবে যতদিন না ভাড়া বাড়ানো হবে ততদিন পরিষেবা স্বাভাবিক হবে না বলেই জানান তিনি।

বাড়ানো হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ

কলকাতা, ৩ জুলাই (হি. স.): বাড়ানো হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ। বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে। ওই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, যাঁদের ৩১ আগস্ট, ২০২০ মধ্যে ৫, ৬ বা ৭ বছর পূর্ণ হওয়া রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা শেষ হচ্ছে, তাঁদের সকলের পিএইচডি রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ানো হল।

এদিকে, ইউজিসির নির্দেশিকা প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, ১) যে সমস্ত শিক্ষার্থী প্রি-সাবমিশন সেমিনার উপস্থাপনের মতো অবস্থায় আছেন, তাঁরা যে কোনও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অনলাইনে উপস্থাপন করতে পারবেন।

২) শিক্ষার্থীরা সুপারভাইজারকে দিয়ে অনুমোদন করানো থিসিস ই মেলের মাধ্যমে জমা দিতে পারবেন। যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছতে পারবেন, তাঁদের নিয়ম মতো পিএইচডি সেল-এ থিসিস-এর হার্ড কপি জমা দিতে হবে। তবে যাঁরা আসার মতো অবস্থায় নেই, তাঁরা পি ডি এফ কপি ই মেল মারফৎ পাঠাতে পারবেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হলে তাঁদের অবশ্যই হার্ড কপি জমা দিতে হবে।

৩) এক্সটার্নাল পরীক্ষকের সম্মতি ই মেলের মাধ্যমে ফ্যাকাল্টি অফিস বা পিএইচডি সেল থেকে নিতে হবে।

৪) রিভিউয়ের কাছ থেকে সম্মতি মিললে থিসিসটি এক্সামিনার বা পরীক্ষককে ই মেল-এর মাধ্যমে পিডিএফ কপি পাঠানো হবে অথবা ডাকযোগে হার্ড কপি পাঠানো হবে।

৫) পরীক্ষকদের রিপোর্টও ই-মেইল-এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে।

বুদবুদে ক্যানেলের ভেতর বাড়ি নির্মানের অভিযোগ, জলসেচে বাধার শঙ্কা

দুর্গাপুর, ৩ জুলাই (হি.স.): জবরদখলের কব্জায় সেচ ক্যানেল। কংক্রীটের পিলার তুলে তৈরী হচ্ছে বাড়ি। ক্যানেলের ভেতর নির্মানের ফলে জমিতে সেচের জল পৌঁছাতে বাধা হবে বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে বিস্তর শোরগোল পড়েছে পূর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকের বুদবুদে।

ঘটনায় জানা গেছে, বুদবুদ স্বরূপানন্দ পল্লী এলাকার ওপর দিয়ে চলে গেছে রাজ্য সেচ দফতরে এমসি-৩ সেচ ক্যানেল। ওই ক্যানেল থেকে আশপাশে রয়েছে আরও শাখা ক্যানেল। সম্প্রতি এমসি-৩ ই সেচ ক্যানেলের ওপর কংক্রীটের পিলার তুলে নির্মান কাজ চলছে। জানা গেছে, ক্লাবঘর তৈরী হচ্ছে। ক্যানেলের ভেতর কংক্রীটের নির্মাণ হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ, ওই ক্যানেলের ওপর বুদবুদ, শুকডাল ও তিলডাঙা এলাকার প্রায় ১০০ একর চাষজমি সেচের জলের নির্ভরশীল। ক্যানেলের ভেতর নির্মাণের ফলে সেচের জল চাষজমিতে পৌঁছাতে বাধা পাবে। দুর্গাপুর সেচ দফতরের আধিকারিক গৌতম ব্যানার্জি জানান, 'বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে। ক্যানেলের ভেতর কোনভাবেই বাড়ি নির্মাণ কাজ করা যাবে না।'

শুক্রবার আগরতলা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মাধ্যমিকের ফল ঘোষণা করেন। ছবি- নিজস্ব।

মাধ্যমিকের কৃতি তালিকায় স্থান পেল শহরের পাশাপাশি মফস্বলের স্কুলগুলিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/উদয়পুর, ৩ জুলাই।। আজ প্রকাশিত হয় ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পরিষদ পরিচালিত ২০১৯/২০ সালের মাধ্যমিক পরিক্ষার ফলাফল। এতে সেরা দশের তালিকায় স্থান করে নেয় ২৪ জন মেধাবী ছাএ ছাত্রি বৃন্দ। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে মেধার তালিকায় এই ধরনের প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করা যায়নি।সেরা দশের তালিকায় আমাদের উওর জেলাও পিছিয়ে নেই। এবারকার সেরা দশের তালিকায় মোট পাঁচ জন সুনামের সহিত সান দখল করেছে। এর মধ্যে শহরাঞ্চলের সাথে পাল্লাদিয়ে মফস্বল এলাকা পানিসাগর হলিক্রস স্কুলের এক মেধাবী ছাএ সপ্তম সানটি ছিনিয়ে নেয়। জানা গেছে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েত এলাকার আট নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রঙ্গলাল দেন নাথ,পেষায় শিক্ষক এবং মা শীলা দেব নাথ,পেষায় ফটিকরায় কলেজের প্রফেসরের পুএ সৌরদ্বীপ দেব নাথ এবারকার মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধার সহিত সপ্তম সানটি দখল করে।এর মোট প্রাপ্ত নম্বর ৪৭৯।সে জানায় এই সাফল্যের জন্য স্কুলের শিক্ষ শিক্ষিকা থেকে শুরু করে ওর মা,বাবা র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।সে দৈনিক দুই থেকে তিন ঘন্টা পড়াশোনা করত।ওর তিন জন গৃহ শিক্ষক ছিলেন। সে জানা আগামী দিনে সে সাইনটিস্ট হতে চায়।এদের পরিবারে দু ভাই সহ ঠাম্মা রয়েছে।এই সংবাদ ছড়িয়ে পরতেই গোটা পানিসাগর মহকুমা জোরে খুশির বন্যা বইছে।ওর সহ পাটিরা ওকে দেখতে বাড়িতে ভীর জমায়।হলিক্রস স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে অভিবাভকরা দলে দলে মিষ্টি নিয়ে ওর বাড়িতে ছুটে আসছে। সানীয় সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা এই সংবাদ সংগ্রহ করতে ওর বাড়িতে ছুটে যায় এবং তাকে মিষ্টি মূখ করিয়ে সংবাদ মাধ্যমের পক্ষথেকে একটি শংসা পএ সহ কিছু উপহার সামগ্রী তোলে দেয়।সে জানায় পড়াশোনার পাশা পাশি ক্রিকেট খেলা,ছবি আকা এবং গান গাইতে ভালবাসে। আগামি দিনে সে আরও ভাল রেজাল্ট করার আশাবাদী।

এদিকে, ৪৮২ নম্বর পেয়ে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এবছর যুগ্মভাবে চতুর্থ স্থান দখল করলো উদয়পুরের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ স্কুলের বর্ণালী দেবনাথ। বর্নালীর বাবা শশাঙ্ক শেখর দেবনাথ এবং মা বনশ্রী দেবনাথ। বাড়ি উদয়পুর পুর পরিষদের এক নম্বর ওয়ার্ডে। বর্নালীর পিতা পেশায় চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক। বর্নালী র এই সাফল্যে খুশি বাবা মা সহ পরিবারের সকল লোকজন ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। টেষ্ট পরীক্ষায় বর্নালীর প্রাপ্ত নম্বর ছিলো ৪৭৭। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন বর্নালী জানান আগামীতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়। আগামীতে আই পি এস অথবা আই এ এস অফিসার হওয়ার ইচ্ছা। বর্নালী জানান দৈনিক ৪/৫ ঘন্টা করে পড়াশুনা করতো। গৃহশিক্ষক ছিলেন ছয় জন।

অন্যদিকে, ৪৭৯ নম্বর পেয়ে এবছর ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় যুগ্মভাবে সপ্তম স্থান দখল করেছে উদয়পুর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ স্কুলের কৃতী ছাত্র সঞ্জন পাল। বাড়ি উদয়পুর ব্রম্মাবাড়ি এলাকায়। যদিও এদের মেইন বাড়ি উদয়পুর উত্তর কালাবন এলাকায়।সঞ্জন এর পিতা শিব প্রসাদ পাল উদয়পুর চাইল্ড লাইনে কর্মরত এবং মা চম্পাকলি পাল গৃহিনী। সঞ্জন বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জন জানান টেষ্ট পরীক্ষায় তার প্রাপ্ত নম্বর ছিলো ৪৭৩। এইবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছয় নম্বর বেড়ে হলো ৪৭৯। তার এই সাফল্যের পেছনে মা বাবা দুজনেরই সমান অবদান রয়েছে পাশাপাশি গৃহ শিক্ষক এবং স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা দের অবদান রয়েছে। সঞ্জন জানান ওর ছয়জন গৃহশিক্ষক ছিলো। দৈনিক নির্দিষ্ট সময় সীমা করে পড়াশোনা করতো না, যখন ই ভালো লাগতো পড়াশোনা করতো। সঞ্জন এর কার্টুন দেখতে ভালো লাগে এবং মাঝে মাঝে মোবাইলে গান শুনতে পছন্দ করে।

বিজেপি ছাড়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আক্রান্ত দলের প্রাক্তন কার্যকর্তা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। বিজেপি দল ছাড়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আক্রান্ত দলের প্রাক্তন কার্যকর্তা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। শুক্রবার দুপুরে অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতিরা বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায়। শুধু তাকেই মারধর নয়, বোন, বৃদ্ধ মাকেও মারধর করেছে দুষ্কৃতিরা। ঘরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতিরা। ছিনতাই করে নিয়ে গেছে টাকা -পয়সা, ল্যাপটপ সহ বহুমূল্যবান নথিপত্র। এমনটাই অভিযোগ করেছেন প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, এই হামলার পেছনে শাসক দলের মদত রয়েছে। প্রতিবেশীরা আহত প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে। এই হামলার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল বিকেলে আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন এক সময়ের বিজেপির প্রথম সারির নেতা প্রসেনজিৎ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৃতি তালিকায় যমজ বোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। মাধ্যমিকের কৃতি তালিকায় স্থান করে নিয়েছে শংকরআচার্য বিদ্যা নিকেতন গ্লাস স্কুলের দুই ছাত্রী। এই দুই ছাত্রী যমজ। তারা হল মেঘা শর্মা ও মেধা শর্মা। মেঘা ৪৮৭ নম্বর পেয়ে সম্ভাব্য কৃতি তালিকায় যুগ্ম দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। অন্যদিকে অপর ছাত্রী মেধা শর্মা ৪৮৩ নম্বর পেয়ে যুগ্ম তৃতীয় স্থান দখল করে। তাদের বাড়ি ওএনজিসি এলাকায়।

বিক্ষোভ প্রতিবাদে সামিল হল কনফেডারেশন অফ দি ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস অফ ইন্ডিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। সর্ব ভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার আগরতলায়ও বিক্ষোভ প্রতিবাদে সামিল হল কনফেডারেশন অফ দি ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস অফ ইন্ডিয়া। শুক্রবার আগরতলার বিদুরকর্তা চৌমুহনি এলাকায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা। ৫ দফা দাবি আদায়ে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ কর্মসূচি। প্রাক্তন সাংসদ অজয় বিশ্বাস জানান, যে ৫ দপা দাবি আদায়ে এদিনের কর্মসূচি। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শ্রম আইন সংশোধন করার প্রতিবাদ। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার দাবি জানান।

সংশোধিত শ্রম আইন বাতিল করা, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বিক্রির প্রতিবাদ সহ বিভিন্ন দাবি আদায়ে শুক্রবার সিট্যু সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যেও বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হল বাম কর্মী সমর্থকরা। রাজ্যে এই আন্দোলনকে সমর্থন করে প্রতিবাদে সামিল হয় ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদও। এদিন রাজ্যের ৮ জেলাতেই এই কর্মসূচি হলেও মূল কর্মসূচিটি হয় রাজধানী আগরতলায়। এদিন প্যারাডাইস চৌমুহনিস্থিত সিটি সেন্টারের সামনে হয় এদিনের কর্মসূচি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাম কর্মী সমর্থকরা এদিন বিক্ষোভে সামিল হন।

সিট্যু রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম আইন সংশোধনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারের কাজকর্মের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের একর পর এক নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ।

তিন সপ্তাহে

● প্রথম পাতার পর

মোদীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের দৌলতে মাত্র তিন সপ্তাহে ভাসমান জেটি নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। অবশ্যই তাতে, কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রক- এর রাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুখ মান্দভীয়ার লাগাতর সহযোগিতার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ভারত-বাংলাদেশ প্রোটোকল রুট মানচিত্রে সোনামুড়া-কে ঠাঁই করে দেওয়ার জন্য ভারত সরকার-কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর নির্মীয়মাণ জেটি থেকে মূল সড়ক সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো দ্রুত নির্মাণ করার জন্য সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বাংলাদেশের সাথে নদীপথে পণ্য পরিবহণ দ্রুত শুরু করার উপর জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী গোমতী নদীর গভীরতা বাড়ানোর বিষয় দফতরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন যাতে শীতকালে নদীর নাব্যতা বজায় থাকে।

দশমে

● প্রথম পাতার পর

দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের সঞ্চন পাল, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর হলিক্রস স্কুলের সৌরদীপ দেবনাথ এবং আগরতলার উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের স্বর্ণব সাহা ৪৭৯ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থান দখল করেছে। তেমনি, উত্তর ত্রিপুরা জেলার গোল্ডেন ভ্যালি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নবোদিত দাস, নর্থ পয়েন্ট স্কুলের শিবম দে, আগরতলার নতুননগর বালিকা বিদ্যালয়ের সুকারণ্য দত্ত এবং শিশুবিহার স্কুলের দীপক রুদ্রপাল ৪৭৮ নম্বর পেয়ে অষ্টম স্থান অর্জন করেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিবি ইনস্টিটিউশনের গ্রান্থিক চক্রবর্তী এবং আগরতলায় শিশুবিহার স্কুলের অনন্যা দেবনাথ ৪৭৭ নম্বর পেয়ে নবম স্থান দখল করেছে। ঊনকোটি জেলায় নেতাজি বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ঋষাব ভট্টাচার্য ৪৭৬ নম্বর পেয়ে দশম স্থান দখল করেছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

করেও কোনোপ্রকার উত্তর পাননি। অবশেষে ক্ষুদার জ্বালায় সকলে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে রাস্তায় বসে। এই অবরোধেরফলে রাস্তায় আটকে যায় বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশকমিটির সম্পাদক রতন ঘোষ।

পরবর্তী সময় তিনি এইবিষয়ে এলাকার লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেন। রতন ঘোষ সব বিষয়ে জেনে মন্ডল নেতৃত্বদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন ও এলাকার লোকজনদের সহায়তা করার পরামর্শ দেন। অবশেষে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বাইখোড়া থানার পুলিশ। আরক্ষাদপ্তরের কর্মীরা প্রসাশনের সঙ্গে কথা বলে এলাকার লোকজনদের খাবারের ব্যাবস্থা করে দেবার পতিশ্রুতি দিলে এলাকবাসী নিজ ঘরে ফিরে যান। এইদিনের খাদ্যের অভাবের কথাশুনে মহকুমা শাসকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেদিয়েছে অভিজ্ঞ মহল। এখন দেখার বিষয় এলাকাবাসীর খাবারের ব্যাবস্থা করতে প্রসাশন কি প্রকার উদ্যোগ গ্রহন করেন।

পরীক্ষা না নিয়ে মূল্যায়নের ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হোক, আদালতে পড়ুয়ারা

কলকাতা, ৩ জুলাই (হি. স.) : করোনা আবহে গোটা দেশ জুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে পঠনপাঠন ব্যাহত হচ্ছে। স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ। পরীক্ষাও স্থগিত রয়েছে। কিন্তু এ রাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হওয়ার পরই শুরু হয়েছে বিতর্ক। পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে বিষয়টি গড়িয়েছে আদালত পর্যন্তও।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অব হেল সায়েন্সেস (ডাব্লুবিইউএইচএস) সম্প্রতি বিএএমএস-এর চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে। তার পরেই পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে সরব হয়েছেন পড়ুয়ারা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে বলে দাবি ছাত্রছাত্রীদের।

ক্ষয়ক্ষতি নেই

তিনের পাতার পর

মিজোরামের ভারত-মায়ানমার সীমান্ত জেলা সদর চাম্পাই থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ পশ্চিমের জোকহাউথা এলাকায় ভূপৃষ্ঠের ২০ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ২৩.২২ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.২৪ঙ্গ পূর্বে।

টাকার হেরোইন

তিনের পাতার পর

উচ্চপদস্থ আধিকারিক নিবাস দাস। তবে ভারতীয় রাজ্য বিশেষে এ ধরনের মাদকদ্রব্যের মূল্যে হেরফের হয় বলে জানান তিনি।

শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

বলেন, তফশিলি উপজাতি পরীক্ষার্থীদের পাশের হার ৫৮.৩৭ শতাংশ, গত বছর ছিল ৪৫.৮৪ শতাংশ। তফশিলি জাতি পরীক্ষার্থীদের পাশের হার ৭৩.৩৫ শতাংশ, গত বছর ছিল ৬৬.৭১ শতাংশ। তিনি জানান, এডিসি-তে এ-বছর বিদ্যালয়সমূহের পাশের হার ৪৮.৫৩ শতাংশ, গত বছর ছিল ৪৯.৮০ শতাংশ।

পর্ষদ সভাপতি আজ জেলাস্তরেও মাধ্যমিকে পাশের হার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, জেলাস্তরে গোমতি জেলা পাশের হারে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে। গোমতি জেলায় ৭৭.৪৬ শতাংশ পাশের হার হয়েছে। গত বছর ছিল ৬৯.৫৪ শতাংশ। সাথে তিনি যোগ করেন, ধলাই জেলায় পাশের হার সর্বনিম্ন। ধলাই জেলায় ৫২.৯২ শতাংশ পাশের হার। গত বছর ছিল ৪৯.৬১ শতাংশ। এছাড়া, দক্ষিণ জেলায় ৭৫.৭২ শতাংশ, পশ্চিম জেলায় ৭৪.৪৭ শতাংশ, সিপাহিজলা জেলায় ৭১.৩২ শতাংশ, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬৬.১৬ শতাংশ, ঊনকোটি জেলায় ৬৫.৩৯ শতাংশ এবং খোয়াই জেলায় ৬০.৮৩ শতাংশ পাশের হার রয়েছে।

প্রত্যাশিতভাবে এ-বছরও মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি ছিল। এ-বছর প্রতি ১,০০০ ছাত্রের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ১,১৪৫। পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, এ-বছর ১০০ শতাংশ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল স্কুলের সংখ্যা ৮০টি, যা গত বছর ছিল ৫৩টি। একইভাবে, এ-বছর ১০০ শতাংশ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসফল স্কুলের সংখ্যা ৫টি, যা গত বছর ছিল ৩৪টি। তিনি জানান, এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের জন্য এক ছাত্র বহিষ্কৃত এবং একজন ছাত্রকে রিপোর্টেড এগেনস্ট হয়েছে। তিনি বলেন, এ-বছর সংশোধনাগার থেকে কোনও পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়নি।

এদিকে, উত্তরপত্র পুনঃমূল্যায়নের আবেদনপত্র বিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ৮ জুলাই ধার্য করা হয়েছে, জানিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি।

রাজ্য সরকার

● প্রথম পাতার পর

হারের তুলনায় কম সুদে ঋণ দেওয়া হয়। ডিডিইউজিজেওয়াই (ফেজ-টু) এবং সৌভাগ্য যোজনার পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষ করার সময়সীমা বাড়ানো, আইপিডিএস প্রকল্পের কাজ শেষ করার সময়সীমা বাড়ানো ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি বলেন, ত্রিপুরায় ৬০ শতাংশ বন এলাকা, জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির কারণে সোলার প্রকল্পের মাধ্যমে পুনঃনবীকরণ শক্তির উৎপাদন খুব একটা সম্ভব নয়। তাই তিনি ভারত সরকারকে আরপিও কমপ্লায়েন্স-এর ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার অনুরোধ জানান।

তিনি ত্রিপুরায় নর্থ ইস্টার্ন রিজিওন্যাল পাওয়ার সিস্টেম ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রকের সহায়তা এবং মার্চ, ২০২১ থেকে আরও পাঁচ বছরের জন্য ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে বাল্ক পাওয়ার সেল কন্ট্রাক্ট পুনঃনবীকরণ/মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টিও তিনি এই ভিডিও কনফারেন্সে উত্থাপন করেন। এছাড়া ত্রিপুরা টিএসইসিএল কী ধরনের সংস্কারমূলক কাজ হাতে নিয়েছে সে বিষয় তুলে ধরেন উপমুখ্যমন্ত্রী। তার মধ্যে রয়েছে ভোক্তাদের নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের যোগান দিতে ১৭.৫৮ কোটি টাকা মূল্যের এডিবি ফান্ডে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম রিলায়েবিলিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্প বাস্তবায়ণ করা, আইপিডিএস এবং ডিডিইউজিজেওয়াই প্রকল্পে ১,৮৪,২২৮টি প্রি-পেইড মিটার বসানোর কাজ চলছে। এছাড়া বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধ ও বিদ্যুৎ সংক্রান্ত মামলা দেখাশোনার জন্য আগরতলা, উদয়পুর ও কুমারঘাটে তিনটি বিশেষ থানা খোলার প্রস্তাব ত্রিপুরা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

প্রতিবাদ কর্মসূচী

আটের পাতার পর

পালন করা হয়। দাবি গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শ্রম আইনের শ্রম স্বার্থ বিরোধী সংশোধনী বাতিল করতে হবে। শ্রমজীবী পরিবারের জন্য ছয় মাস ৭৫০০ টাকা করে নগদে দিতে হবে। শ্রমজীবী পরিবারদেরকে ছয় মাস দশ কেজি করে বিনামূল্যে চাল দিতে হবে। সরকারী সম্পদ বেসরকারী করন বন্ধ করতে হবে। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ-র গন্ডাছড়া বিভাগীয় সম্পাদক সুশান্ত হাজারি, সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, গনমুক্তি পরিষদের গন্ডাছড়া বিভাগীয় সম্পাদক সুমতি রঞ্জন চাকমা প্রমুখরা।

নির্দেশিকা

আটের পাতার পর

ফায়ার সার্ভিস, আইন-শৃঙ্খলা ও আপৎকালীন পরিষেবার কাজে নিযুক্ত যানবাহন।

৭) অগ্রিম অনুমতি / পাস নিয়ে জরুরি প্রয়োজনে আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃ জেলা পরিবহণ।

৮) ট্রেন / বিমানের টিকিট প্রদর্শনে আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃজেলা যাতায়াত।

৯) ট্রেন / বিমানযাত্রীদের পরিবহণ পরিষেবা।

১০) কোয়ারেন্টাইন-এর জন্য ব্যবহৃত / চিহ্নিত স্থান।

১১) বাজেমালের দোকান, সব্জি, মাছ, মাংস, শিশুখাদ্য, ওষুধের দোকান, জলের দোকান এবং সাপ্তাহিক বাজার।

১২) রেল / বিমান পরিষেবার কার্যালয় এবং এই পরিষেবা প্রদানে নিযুক্ত কর্মী।

১৩) ক্রমচলমান প্রক্রিয়ার শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে কর্মীরা কর্মক্ষেত্রেই থাকতে পারবে।

১৪) পেট্রোল পাম্প, গ্যাস এজেন্সি এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য পরিবহণ ব্যবস্থা।

১৫) মাল পরিবহণকারী যান।

১৬) সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কৃষি, মৎস্য চাষ, পশুপালন ও বনায়নের কার্যকলাপ।

১৭) বিধিনিষেধের বাইরে থাকা পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মীরা তাদের পরিচয়পত্র বহন করে চলবেন।

১৮) গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, দুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহকারী সংস্থা যেমন ও এন জি সি, আই ও সি এল ইত্যাদি।

১৯) জেলাশাসকের অনুমতিপ্রাপ্ত অন্য সংস্থা / পরিষেবা।

তাছাড়া প্রবেশ / নির্গমন পয়েন্টে এবং কমন এরিয়াতে থার্মাল স্ক্রিনিং, হ্যাণ্ডওয়াশ ও স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। পাবলিক প্লেস, কর্মক্ষেত্র ও ভ্রমণের সময় মাস্ক / মুখাবরণ পরিধান বাধ্যতামূলক। স্বাস্থ্য ও জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ৬৫ বছরের বেশি, ১০ বছরের কম বয়সী, গর্ভবতী মহিলা ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত লোকদের বাড়িতে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জেলাশাসক ও সমাহর্তাগণ এই বিধিনিষেধ কঠোরভাবে বলবৎ করবেন এবং প্রয়োজনে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থাও নিতে পারেন। এই আদেশ অমান্যকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৫ ও আই পি সি-র ১৮৮ ধারায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কৃষ্ণেন্দুকে নিয়ে

পাচের পাতার পর

জেলা তৃণমূল সূত্রের খবর, কৃষ্ণেন্দুর গতিবিধির উপর নজর রাখছে দল। তিনি কী করেন, দলবিরোধী কী মন্তব্য করেন, তা সবই দেখা হচ্ছে। যথাসময়েই পদক্ষেপ করা হবে। যদিও মালদার রাজনীতিতে কৃষ্ণেন্দু ও সাবিত্রী মিত্রের বিবাদ একদম শুরু থেকেই দেখে এসেছে সকলে। কিন্তু এর মধ্যে বিজেপি প্রবেশ করায় এবার তা অন্য মাত্রা পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত কী হয়, তার জন্য এখন কিছুদিন অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও নেই।

পরিষেবা

তিনের পাতার পর

সিদ্ধান্ত বদল করে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। তবে জরুরি ক্ষেত্র বিশেষে কয়েকটি রুটে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু রাখার ভাবনা অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের।

২৩১ জন

● প্রথম পাতার পর

পরীক্ষায় ত্রিপুরায় ১৭,১৪৬টি নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রয়েছেন ৩০১ জন এবং গৃহ একান্তবাসে রয়েছেন ৫৬৭ জন। তিনি জানান, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৭০,০০৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার মধ্যে ৬৮,৫৪২টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সবাই জানে। আমরা হলাম সেই লোক, যাঁরা বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজা ধরি, আবার সুদর্শন চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকেও আদর্শ মানি।

সেনা কর্মীদের মাঝে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, " দেশরক্ষায় সেনারা যে পরাক্রম দেখিয়েছে তাতে গোটা বিশ্বে ভারতের শক্তি প্রমাণিত। সমগ্র ভারতবাসীর সেনার উপর আস্থা রয়েছে। সেনাদের বীরত্বই আত্মনির্ভর ভারত গঠনের সংকল্প আরও দৃঢ় করছে।" মোদীর কথায়, "শত্রুরা ভারতীয় সেনার আগুন এবং আক্রোশ দেখেছে। আপনারা যেখানে মোতায়েন আছেন, তার থেকেও আপনাদের সাহস বেশি। দুর্বলরা কোনওদিনই শান্তি রক্ষার উদ্যোগ নিতে পারে না। আপনাদের ইচ্ছাশক্তি পর্বতের মত দৃঢ়। গোটা দেশ আপনাদের নিয়ে গর্বিত।"

শিশুর

● প্রথম পাতার পর

একটা পিছলা গাছের গোটা আটকে আছে। সাথে সাথে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

কিন্তু শিশুটির ময়নাতদন্ত করার বিষয় নিয়ে হাসপাতালে চত্তরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দেড় বছরের শিশুটিকে যাতে ময়নাতদন্ত করানো না হয় সেই বিষয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক অভিজিৎ বৈদ্যের কাছে দাবি করে পরিবারের পক্ষ থেকে। অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া সরকারি নিয়ম।কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক অভিজিৎ বৈদ্য সেই নিয়ম সম্পর্কে জানার পরেও মৃত শিশুর পরিবারের লোকদের হয়রানি করে বলে অভিযোগ। চিকিৎসক অভিজিৎ বৈদ্য মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক , বিলোনিয়া থানার ওসির কাছ থেকে মৃতদেহ ছাড়ার অনুমতি নিয়ে আসার জন্য বলে। সেই মোতাবেক পরিবারের লোকেরা সবার কাছে অনুমতির জন্য আবেদন করে। কিন্তু সবার একই কথা কর্তব্যরত চিকিৎসক এই বিষয়ে জানে। আবারো পরিবারের লোকেরা কর্তব্যরত চিকিৎসক অভিজিৎ বৈদ্যের কাছে যাওয়ার পর আমজাদ নগর এলাকার পঞ্চায়েত প্রধানকে হাসপাতালে নিয়ে আসার জন্য বলে। প্রধানও হাসপাতালে এসে চিকিৎসকের সাথে কথা বলে অনুরোধ করে রেহানের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত না করে ছেড়ে দিতে। এরপরেও চিকিৎসক ময়নাতদন্ত ছাড়া যে মৃতদেহ দেওয়া যাবে না সেই কথা একবারের জন্য বলেনি। প্রায় ছয় ঘণ্টার নাটকের পর মহকূমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ও পুলিশের উপস্থিতিতে মৃত শিশুটির পরিবারেকে জানিয়ে দেওয়া হয় ময়নাতদন্তের পর রেহানের মৃতদেহ দেওয়া হবে। এরপরেই চলে বাকবিতণ্ডা।

পরিবারের লোকদের অভিযোগ চিকিৎসক অভিজিৎ বৈদ্য হয়রানি না করে সরাসরি বলে দিলে পারতো ময়নাতদন্তের পর রেহানের মৃতদেহ দেওয়া হবে।

দেড় বছরের শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়ে সংবাদ মাধ্যমের স্থানীয় প্রতিনিধিরা হাসপাতালে সংবাদ সংগ্রহে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক অভিজিৎ বৈদ্যের কাছে শিশুর মৃত্যু সম্পর্কে জানতে চাইলে অসজৌন্যতার পাশাপাশি দুব্যবহার করে। এদিকে রোগীদের পক্ষ থেকেও অভিযোগ উঠেছে এই চিকিৎসক নাকি রোগীদের সাথেও দুব্যবহার করে থাকে।

শুক্রবার দুপুরে ময়নাতদন্তের পর রেহানের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মৃতদেহ এলাকায় পৌছাতেই কান্নায় ভেংগে পরে পরিবারের লোকজন , আত্মীয় স্বজন ও এলাকাবাসী। নামাজ আদায়ের পর চোখের জলে মুসলিম সম্প্রদায় মতে কবর দেওয়া হয় ছোট্ট রেহানকে। ছোট্ট অবুঝ শিশু রেহানের অকাল প্রয়াণে এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতি তিনমাস অন্তর ব্যাঙ্কার্সদের নিয়ে স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির সভা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক রাজ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে ২০১৭-১৮ সালে ১,৬০০ কোটি টাকা, ২০১৮-১৯ সালে ১, ৯৯০ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ সালে ২,৮০৪ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার রাজ্যে জৈবচাষের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। রাজ্যে বর্তমানে ২ হাজার হেক্টর জমি অর্গানিক জমি হিসেবে সার্টিফিকেট পেয়েছে। আরও ৪ হাজার হেক্টর জমি অর্গানিক জমি হিসেবে সার্টিফিকেট কিছু দিনের মধ্যে পাবে। এছাড়াও রাজ্যে আরোও ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষের আওতায় আনার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে উদ্যোগের জৈব চাষের উৎপন্ন বিভিন্ন সামগ্রীর ম্যানুফেকচারিং ইউনিট স্থাপন করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন রাজ্যবাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন জলপথ চালু হয়ে গেলে রাজ্যের ছেলে মেয়েদের জন্য এটা হবে ঐতিহাসিক মাইলস্টোন। ভাসমান জেটির নির্মাণ কাজ ৩ সপ্তাহের মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। জলপথটি চালু হলে গোমতী নদী হয়ে রাজ্যের বিখ্যাত আনারস, কাঁঠাল, কমলালেবু, বাঁশ বেত উৎপাদন সামগ্রী, রাবার শিট দেশ বিদেশের বাজারে বাজারজাত করা সম্ভব হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে যুবক-যুব গত ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ১৩ হাজার জনকে এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৮ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাতে ৬,৫৯৪ জনের কোনো না কোন ভাবে রোজেগারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এরমধ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর প্রধান ক্ষেত্র যেমন টেক্সটাইল, টেইলারিং, বিউটি পার্লার, ড্রাইভিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে ৩,৯২৫ জন রোজগারের সুযোগ রয়েছে।

খাওয়ানো হবে

আটের পাতার পর

প্রতি ওয়ার্ডের জন্য একটি স্বসহায়ক দল নির্বাচন করবে। যদি কোনও ওয়ার্ডে একাধিক যোগ্য স্বসহায়ক দল থাকে তাহলে সবচেয়ে যোগ্য দলটিকেই নির্বাচন করা হবে। ওয়ার্ডের কোন জায়গায় ফল ও রস বিতরণ করা হবে তা নির্ধারণ করবে স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা। সংশ্লিষ্ট স্বসহায়ক দলকে সেজন্য ঠেলাগাড়ি / অস্থায়ী দোকান / টেবিল (ঢাকনা সহ মজুত করার সুবিধা সম্বলিত), কাটার সরঞ্জাম ইত্যাদি ব্যবস্থা করতে হবে।

তিনি বলেন, স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার প্রদত্ত ব্যানার বা ফ্লেক্স জনসাধারণের অবগতির জন্য উপযুক্ত স্থানে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। স্বসহায়ক দলগুলি সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ফল কিনতে পারবেন। সেজন্য ত্রিপুরার কোথায় কোন ক্লাস্টারে আনারস ও লেবু উৎপাদিত হয় তার তালিকা ও যোগাযোগের ঠিকানা পাওয়া যাবে। তাঁর বক্তব্য, বিতরণ স্থলে স্বসহায়ক দলগুলিকে কাগজের প্লেট, কলাপাতা, ডাস্টবিন ও জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এক সপ্তাহে একটি ওয়ার্ডে একটি স্বসহায়ক দল সর্বোচ্চ ২০০টি আনারস ও ৪০০টি লেবুর রস বণ্টন করতে পারবে। স্বসহায়ক দলগুলি সপ্তাহে দু'দিন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আনারস ও লেবুর রস বণ্টন করতে পারবে। এই ফল বিতরণ কর্মসূচি যাতে সঠিকভাবে চলে উদ্যানচাষ দফতরের সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থার এন ইউ এল এম এল, সিটি মিশন ম্যানেজারস এবং কমিউনিটি অর্গ্যানাইজেশন বিতরণ প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি করবে।

তিনি বলেন, ফল বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সুনিশ্চিত করার জন্য পুর কমিশনার / সি ই ও / ই ও দ্বারা নিযুক্ত হেলথ ইনস্পেক্টররা দায়িত্বে থাকবেন। ২০টি স্বশাসিত নগর সংস্থার ৩২০টি ওয়ার্ডে মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযানে এই কর্মসূচি রূপায়িত হবে। এই কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থ ত্রিপুরা সরকার বহন করবে। হিন্দুস্থান সমাচার /সন্দীপ / কাকলি

শশাঙ্ক মনোহরকে ধুয়ে দিলেন শ্রীনিবাসন

এন শ্রীনিবাসন যেন কেবল এই সময়টির অপেক্ষাতেই ছিলেন। শশাঙ্ক মনোহর আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ছাড়ার পরই তাকে ঝাঁঝালো ভাষায় আক্রমণ করলেন শ্রীনিবাসন। আইসিসির সাবেক এই চেয়ারম্যানের মতে, মনোহর একজন ভারত-বিরোধী এবং ভারতীয় ক্রিকেটের বিশাল ক্ষতি করেছেন।

আইসিসি বুধবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সাড়ে চার বছর দায়িত্ব পালনের পর চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মনোহর। এর পরপরই টাইমস অব ইন্ডিয়াকে সাবেক চেয়ারম্যান শ্রীনিবাসন বলেছেন, বাস্তবতা বুঝেই মনোহর পালিয়ে গেছেন।

“ বিসিসিআইয়ে নতুন নেতৃত্ব (সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে বর্তমান বোর্ড) আসার পরই শশাঙ্ক বুঝে গেছে, সে আর ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে না। এই সুযোগই সে কাজে লাগিয়েছে। সে জানত যে তার দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, এজন্যই ভেগে গেছে।”

২০১৪ সালের জুনে আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীনিবাসন। ২০১৫ সালের নভেম্বরে নাটকীয় এক পালাবদলে তাকে সরানোর পর দায়িত্ব পান মনোহর।মনোহরের প্রতি শ্রীনিবাসনের প্রবল ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে কথাতেই। তার মতে, মনোহর কখনোই ভারতের স্বার্থ দেখেননি।

“ আমার ব্যক্তিগত মত হলো, শশাঙ্ক ভারতীয় ক্রিকেটের এতটাই ক্ষতি করেছে যে তার বিদায়ে ভারতের ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ব্যক্তি দারুণ খুশি হবে। আর্থিকভাবে ভারতীয় ক্রিকেটের ক্ষতি করেছে সে, আইসিসি ভারতের সুযোগের বড় ক্ষতি করেছে সে। সে চূড়ান্ত ভারত বিরোধী এবং বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে।”

“ সে এখন পালিয়ে যাচ্ছে, কারণ সে জানে, ভারতীয় বোর্ডের এখনকার নেতৃত্বের কাছ থেকে কোনো সম্মান সে পাবে না। সে বিশাল ক্ষতি করেছে ভারতের।”বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের গুরুত্ব কমানো নিয়ে মনোহরের প্রতি শ্রীনিবাসনের যে ক্ষোভ, সেই একই কারণে মনোহরের প্রতি ক্রিকেট বিশ্বের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে নানা সময়ে। শ্রীনিবাসন আইসিসির দায়িত্ব নেওয়ার পর মূলত তার ভাবনা ও উদ্যোগ থেকেই জন্ম হয়েছিল ‘বিগ থ্রি’ ধারণার। যেটি নিয়ে সে সময় আলোচনা-সমালোচনা হয়েছিল তুমুল।

ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বোর্ড মিলে বিশ্ব ক্রিকেটে ছড়ি ঘোরানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আইসিসির রাজস্বের একটা বড় অংশ এই তিন বোর্ড মিলে ভাগাভাগি করে নেওয়ার ছক করা হয়েছিল। আর্থিক দাপটের পাশাপাশি বিশ্ব ক্রিকেটের সার্বিক কতৃত্বও থাকত তাদের হাতে। অন্য দেশের বোর্ডগুলো ছিল অস্তিত্বের সঙ্কটে। সব সমালোচনা উপেক্ষা করে শ্রীনিবাসন তার ভাবনা কার্যকর করেছিলেন। তবে সেটি দীর্ঘায়িত হয়নি মনোহরের কারণে। দৃশ্যপটে মনোহরের আবির্ভাবে ভেস্তে যায় ‘বিগ থ্রি।’

শ্রীনিবাসনকে ঘিরে বিতর্ক আছে আরও। আইপিএলে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে। জুয়াড়িদের সঙ্গে যোগাযোগের কারণে তার জামাতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তার মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি চেন্নাই সুপার কিংসও নিষিদ্ধ ছিল আইপিএলে। ফিক্সিংয়ের অভিযোগ ওঠার পরই ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আদেশে ২০১৪ সালে ভারতীয় বোর্ডের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয় শ্রীনিবাসনকে। ক্রিকেটের বাইরেও এই শিল্পপতির বিরুদ্ধে নানা সময়ে অভিযোগ উঠেছে দুর্নীতির। মনোহর ভারতীয় হয়েও বিশ্ব ক্রিকেটে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য কমাতে কাজ করেছেন। ভারতের ক্রিকেট কর্তাদের সঙ্গে তার মনোমালিন্য তাই লেগেই ছিল। শ্রীনিবাসন যেমন মনোহরকে বলছেন কুচক্রী।“ তার বিদায় ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য স্বস্তির। শশাঙ্ক কখনোই লড়াইয়ে টিকে থাকার লোক নয়। ২০১৫ সালে সে ভারতীয় বোর্ড ছেড়েছে চরম দুর্যোগের সময়। এখন মহামারীর মধ্যে আইসিসি ছেড়ে পালাচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশি যে এমন লোক আর আইসিসিতে নেই।”মনোহরের পরিবর্তে আপাতত আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন ডেপুটি চেয়ারম্যান ইমরান খাজা। পরে নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করা হবে নতুন চেয়ারম্যান। সেখানে জোরেসোরে শোনা যাচ্ছেন সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক ও ভারতীয় বোর্ডের বর্তমান প্রধান সৌরভ গাঙ্গুলির নাম।

রিয়ালের সাফল্যের মূলে ‘টিম স্পিরিট’

গেতাফের জমাট রক্ষণ ভাঙতে পুরো ম্যাচে ঘাম ঝরাতে হয় রিয়াল মাদ্রিদকে। প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলাতেও দিতে হয় কঠিন পরীক্ষা। নির্ধারিত সময়ের ১১ মিনিট বাকি থাকতে সের্হিও রামোসের স্পট কিক গড়ে দেয় ব্যবধান। লিগের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আরেকটি কঠিন চ্যালেঞ্জ জয়ের পর রিয়াল কোচ জিনেদিন জিদান জানালেন, ‘টিম স্পিরিট’ এর জোরেই সাফল্যের পথে হাঁটছে তারা।আলফ্রেদো দে স্তেফানো স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার রাতে ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতে লা লিগার শিরোপা লড়াইয়ে বড় এক ধাপ এগিয়ে গেছে রিয়াল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার চেয়ে মাদ্রিদের দলটি ৪ পয়েন্ট এগিয়ে আছে এখন, বাকি আর পাঁচ রাউন্ড।ম্যাচের শুরুতে বল দখলে রিয়াল এগিয়ে থাকলেও আক্রমণে আধিপত্য ছিল গেতাফের। পুরো ম্যাচেই রিয়ালের কঠিন পরীক্ষা নেয় দলটি। অবশেষে ৭৯ মিনিটে ‘ডেডলক’ ভাঙেন রামোস। দানি কারভাহাল ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পেয়েছিল রিয়াল। ঠাণ্ডা মাথায় নিখুঁত স্পট কিকে জয়সূচক গোলটি করেন অধিনায়ক।ম্যাচ শেষের প্রতিক্রিয়ায় দল মূল্যবান ৩ পয়েন্ট পাওয়ায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন জিদান।“আমরা আজ খুব খুশি হতে পারি। কারণ আমরা এমন একটি দলের বিপক্ষে অবিশ্বাস্য কাজ করেছি, যারা আমাদের অনেক সমস্যায় ফেলেছিল। আমাদের টিম স্পিরিটের কারণে আমরা জয় পেয়েছি।”“আমাকে ও খেলোয়াড়দের অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এই ম্যাচগুলোয় আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমরা যা করছি, তা সহজ নয়। কষ্ট ছাড়া কিছু অর্জন করা যায় না।”

বার্সেলোনা গত মঙ্গলবার আতলেতিকো মাদ্রিদের সঙ্গে ২-২ ড্র করায় রিয়াল জানত, গেতাফেকে হারালে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের থেকে অনেকটা এগিয়ে যাবে তারা। করোনাভাইরাস বিরতির পর ৬ পয়েন্ট হারিয়েছে বার্সেলোনা। এই সময়ে রিয়াল জিতেছে তাদের ছয় ম্যাচেই।

কারভাহাল জানালেন, পুনরায় শুরুর পরই তাদের সামনে লক্ষ্য ঠিক করে দিয়েছিলেন কোচ।“বিরতির পর কোচের বার্তা ছিল, আমাদের ১১টি ফাইনাল বাকি এবং আমাদের চেষ্টা করতে হবে ৩৩ পয়েন্ট তুলে নেওয়ার। আমরা সেই পথে আছি।”

ফের মাঠের বাইরে বার্সেলোনার উমতিতি

চোট যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না সামুয়েল উমতিতির। আবারও দলের বাইরে ছিটকে গেছেন বার্সেলোনার এই ডিফেন্ডার।এক বিবৃতিতে শুক্রবার ২৬ বছর বয়সী এই ফুল-ব্যাকের বাঁ হাঁটুতে চোটের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্প্যানিশ ক্লাবটি। বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি এই ফুটবলার কবে নাগাদ দলে ফিরবেন, তা জানানো হয়নি।করোনাভাইরাসের প্রভাবে প্রায় তিন মাস ফুটবল বন্ধ থাকার সময় উমতিতি ছিলেন চোট থেকে সেরে ওঠার লড়াইয়ে। লিগ পুনরায় শুরুর লক্ষ্যে দলের সঙ্গে অনুশীলনে ফিরলেও দ্বিতীয় দিনে ডান পায়ের পেশিতে চোট পেয়ে আবার যান ছিটকে। ফিরে দুই ম্যাচে খেলে আবারও মাঠের বাইরে চলে গেলেন তিনি।গত কয়েক মৌসুম ধরেই হাঁটু ও পায়ের পাতার সমস্যায় ভুগতে থাকা উমতিতি চলতি মৌসুমে কাতালান দলটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলে খেলেছেন ১৮টি ম্যাচ।আগামী রোববার লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, এই ম্যাচে তার খেলার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই।শিরোপা দৌড়ে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছে গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। ৩৩ ম্যাচ শেষে রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৭৪। গত দুবারের চ্যাম্পিয়নরা ৭০ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুইয়ে।

‘বার্সার আক্রমণে বৈচিত্র্য প্রয়োজন’

ম্যাচের পর ম্যাচে বার্সেলোনার আক্রমণের সেই একই পরিকল্পনা-অধিকাংশ সময় বল দখলে রেখে পাসিং ফুটবলে প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভাঙা। বল দখলে আধিপত্য ঠিকই দেখাচ্ছে তারা; কিন্তু পাচ্ছে না যথেষ্ট গোলের দেখা। একসঙ্গে জ্বলে উঠতে পারছে না তাদের আক্রমণভাগ। ফলে পয়েন্ট হারাতে হচ্ছে নিয়মিত। আক্রমণে সৃজনশীলতার অভাবে কাতালানদের ভুগতে হচ্ছে বলে মনে করেন ক্লাবটির সাবেক মিডফিল্ডার রিভালদো।

পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় ছয় ম্যাচের তিনটিতে পয়েন্ট হারিয়ে শিরোপা লড়াইয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে বার্সেলোনা। সবশেষ দুই ম্যাচে সেল্তা ভিগো ও আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে দুবার এগিয়ে গিয়েও ড্র করে কিকে সেতিয়েনের দল। আর এর এক ম্যাচ আগে সেভিয়ার সঙ্গে করে গোলশূন্য ড্র।

প্রতিটি ম্যাচেই দেখা গেছে বল দখলে আধিপত্য করেছে বার্সেলোনা। কোনো কোনো ম্যাচে তো দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সময় বল ছিল তাদের পায়ে। তারপরও আক্রমণে ভুগতে হয় দলটিকে। রিভালদোর মতে, এর অন্যতম কারণ হলো লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের আক্রমণের ধরন বড় বেশি অনুমেয়। প্রতিপক্ষ আগে থেকে জানে, তাদের সামনে কী আসতে যাচ্ছে।

এতদিন এই মন্ত্রেই তারা সাফল্য পেয়েছে বটে, তবে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় খেলার ধরনে পরিবর্তন আনাটা জরুরি বলে মনে করছেন রিভালদো। বেটফেয়ারে গত বুধবার নিজের লেখা কলামে বার্সেলোনাকে অননুমেয় উপায়ে আক্রমণ সাজানোর তাগিদ দিলেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার।

“বার্সেলোনা বল দখলে আধিপত্য দেখাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা খুব সামান্যই তাদের কাজে লাগছে। কখনও কখনও প্রতিপক্ষের কাছে তারা অনুমেয় হয়ে উঠছে। স্কোয়াডে খুব কম খেলোয়াড়কে দেখছি, যারা দূর থেকে গোল করতে পারে। তাই দলটিকে সৃজনশীল ফুটবল খেলতে হবে, যেন প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে বিভ্রান্ত করতে পারে।”

ফরোয়ার্ডদের নিয়মিত গোল না পাওয়াটা খুব ভোগাচ্ছে গত দুইবারের লিগ চ্যাম্পিয়নদের। লিগ ফেরার পর প্রথম দুই ম্যাচে জালের দেখা পাওয়া লিওনেল মেসি পরের তিন ম্যাচে গোল পাননি। অবশেষে আতলেতিকোর বিপক্ষে স্পট কিকে ৭০০ ক্যারিয়ার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

আর এখানেই দীর্ঘদিনের বহুল আলোচিত একটি বিষয় উঠে আসে, মেসির ওপর অতি নির্ভরতা। রিভালদো মনে করেন, রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলারের ওপর দলের এই অতি নির্ভরতা কমাতে হবে।

“বার্সেলোনা সবসময় লিওনেল মেসির জাদুর ওপর নির্ভর করতে পারে না। সে ৭০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছে, যা বিস্ময়কর এবং প্রমাণ করে খেলোয়াড় হিসেবে সে কতটা দুর্দান্ত। সে সবসময় তার ভক্তদের আনন্দে ভাসায়। কিন্তু সে একা পুরো দলকে টানতে পারবে না।”

সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে জোড়া গোল করা লুইস সুয়ারেস আতলেতিকোর বিপক্ষে ছিলেন নিজের ছায়া হয়ে। আরেক ফরোয়ার্ড অঁতোয়ান গ্রিজমানকে বদলি নামানো হয় নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে। এ নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে ব্যাপক। রিভালদোর কাছেও বিষয়টি বেশ অদ্ভুত ঠেকছে।

“বুঝতে পারছি না, ফ্রান্সের একজন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, বছরের পর বছর ধরে আতলেতিকোর সাবেক তারকা এবং লাখ লাখ ইউরো খরচ করে কেনা খেলোয়াড়কে কেন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের শেষ মিনিটে নামতে হয়।”বার্সেলোনার বেঞ্চও যথেষ্ট শক্তিশালী নয় বলে মনে করেন রিভালদো।

“আবার, কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হলে ম্যাচের শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা করাও ঠিক নয়। কারণ, এমনটা আশা করা উচিত নয় যে গ্রিজমান ৯০তম মিনিটে নেমে ব্যবধান গড়ে দেবে।”

করোনাভাইরাসের কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতির পর পুনরায় শুরু হওয়া লিগের শুরুতে রিয়ালের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। কিন্তু ধারাবাহিক ব্যর্থতায় তারা হাতছাড়া করেছে শীর্ষস্থান।

৩৩ ম্যাচে ২২ জয় ও আট ড্রয়ে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে রিয়াল। সমান ম্যাচে ২১ জয় ও সাত ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৭০।

সালাহ-মানেদের খেলায় ‘সন্তুষ্ট’ গুয়ার্দিওলা ও ক্লপ

শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পরের ম্যাচেই ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে লিভারপুলের পারফরম্যান্স ছিল দৃষ্টিকটু। তবে শিষ্যদের প্রচেষ্টায় কোনো কমতি দেখছেন না চ্যাম্পিয়নদের কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাও প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের মাঠে মনোযোগের ঘাটতি দেখেননি।ম্যানচেস্টারের ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ম্যাচ জুড়ে ক্ষুধার্ত ও আরও ভালো করতে মরিয়া ছিল স্বাগতিকরা। প্রথমার্ধেই ৩-০ গোলে এগিয়ে যাওয়া দলটি ম্যাচ জেতে ৪-০ ব্যবধানে। শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার এক সপ্তাহ পর নিজেদের প্রথম ম্যাচেই বড় ব্যবধানে হারের তেতো স্বাদ পায় লিভারপুল। নিজেদের মানের ধারে-কাছেও ছিল না তাদের পারফরম্যান্স।রেকর্ড ৭ ম্যাচ হাতে রেখে ৩০ বছর পর লিগ শিরোপা জেতা দলটির আসরে এটি ছিল দ্বিতীয় হার।উৎসবের আমেজে থাকাই কি দলের হারের কারণ?-এমনটা অবশ্য মনে করেন না লিভারপুল কোচ ক্লপ। ম্যাচ শেষে বরং শিষ্যদের প্রশংসাই করলেন তিনি।“আমরা মনোযোগী ছিলাম না, এভাবে যদি গল্প দাঁড় করাতে চান, করতে পারেন। আমি আমার দলের মনোভাবে খুশি। তাদের মধ্যে দারুণ প্রচেষ্টা দেখেছি, দেখেছি সর্বোচ্চটা দিয়ে ছেলেদের লড়ে যেতে।”

“সত্যি বলতে, এর সঙ্গে গত সপ্তাহের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রত্যেকটা পরাজয় যেভাবে আঘাত করে, এটাও তেমনি করেছে।”

ম্যাচ শুরুর আগে লিভারপুলকে ‘গার্ড অব অনার’ দেয় সিটি। গত দুবারের চ্যাম্পিয়নদের চেয়ে অনেক খানি এগিয়ে থেকেই শিরোপা জিতেছে ‘অল রেড’ নামে পরিচিত দলটি। তারপরও দলটির বিপক্ষে এভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় অবাক নন জার্মান কোচ।“বিশ্বে যদি কোনো দল থেকে থাকে যারা আমাদের এভাবে উড়িয়ে দিতে পারে, সম্ভবত সেই দল সিটি। কিছু বিষয়ে উন্নতি করে আমরা ঘুরে দাঁড়াব।”সিটি কোচ গুয়ার্দিওলাও মনে করেন না যে ম্যাচে কোনো রকম ‘আত্মতুষ্টিতে’ ভুগছিল লিভারপুল। উৎসবের আমেজেও ছিল না তারা।“আমি ম্যাচে তাদের দারুণ মনোযোগী দেখেছি। তারা প্রাণবন্ত ছিল এবং তাদের মধ্যে জয়ের তাড়না ছিল। প্রথম মিনিট থেকেই তারা পুরোপুরি মনোযোগী ছিল।”

বার্সেলোনা ছাড়তে চান মেসি ?

লিওনেল মেসিকে তার ক্যারিয়ারের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে চায় বার্সেলোনা। সেই লক্ষ্যে সময়ের অন্যতম সেরা ফরোয়ার্ডের সঙ্গে চুক্তি নবায়নের আলোচনা শুরু করেছিল ক্লাবটি। স্প্যানিশ রেডিও কাদেনা সেরের দাবি, ওই আলোচনা মাঝপথে বন্ধ করে দিয়েছেন আর্জেন্টাইন তারকা।সবশেষ ২০১৭ সালে বার্সেলোনার সঙ্গে নতুন চুক্তি করেন মেসি। চুক্তিটির মেয়াদ ২০২০-২১ মৌসুমের শেষ পর্যন্ত। কাদেনা সেরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেসি ও তার বাবা হোর্হে ওই চুক্তি নবায়নের বিষয়ে আলোচনা শুরু করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই নাকি তাদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাম্প নউয়ে আর থাকতে চান না মেসি।ওই প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ের বেশ কিছু ঘটনায় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মেসি।গত কয়েক মাসে গণমাধ্যমের খবরে তুলে ধরা হয়েছে যে ক্লাবের অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনার পেছনে মেসির হাত আছে; যেমন জানুয়ারিতে সাবেক কোচ এরনেস্তো ভালভেরদের ছাঁটাই। বর্তমানের দলের মান নিয়েও নাকি সন্তুষ্ট নন তিনি। আর সবশেষ বর্তমান কোচ কিকে সেতিয়েনের সঙ্গে মতভেদের খবর পরিষ্কারভাবেই সামনে এসেছে।রেডিওটির এমন খবরের প্রেক্ষিতে মেসি বা তার প্রতিনিধি কিংবা বার্সেলোনার পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য আসেনি।গত ২৪ জুন ৩৩ বছর পূর্ণ করা মেসি তিন দিন আগে মঙ্গলবার আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে ৭০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেন। অধিনায়কের বিশেষ প্রাপ্তির ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করলে শিরোপা লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ে বার্সেলোনা।গত বৃহস্পতিবার গেতাফেকে ১-০ গোলে হারিয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ।ক্যারিয়ার জুড়ে স্বল্পভাষী হিসেবে পরিচিত মেসিকে গত বছর থেকে অন্য রূপে দেখা যাচ্ছে। ক্লাবের নানা সমস্যার বিষয়েও প্রকাশ্যে তাকে কথা বলতে দেখা গেছে।গত জানুয়ারিতে ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টর এরিক আবিদাল দাবি করেন, ভালভেরদের সময় ফুটবলারদের অনেকে মাঠে শতভাগ দেননি। ইনস্টাগ্রামে তার এমন মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন মেসি। পরিস্থিতি সামাল দিতে দুজনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হয়েছিল ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউকে।আবার গত ফেব্রুয়ারিতে, মুন্দো দেপোর্তিভোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মেসি জানান, এবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতার সামর্থ্য নেই বার্সেলোনার।এর আগেও অনেক সময় নানা কারণে মেসির ক্লাব

বিলোনীয়ায় সিপিএম নেতার বাড়িতে হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ জুলাই।। সিপিআইএম নেতা বাবুল দেবনাথ এর বাড়িতে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে এলাকা জুড়ে। মামলা পাল্টা মামলা বিলোনিয়া থানাতে। পরিবারের নিরাপত্তা অভাব বোধ করছে সাতাশি বছরের বৃদ্ধা বাবুল দেবনাথের মা সচী রানী নাথ। দুস্কৃতিকারিদের হামলায় গুরুতর আহত হয়ে গৌমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করে নলুয়ার নিজের বাসভবনে আসার পর রাতের আধারে বাড়ির সামনে এসে হুমকি, গালিগালাজ করে যায় বলে অভিযোগ শাসক দলের কিছু নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে। আক্রমনকারিদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য। নিরাপত্তাহীনতার কারনে শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার জৈল সিং মিনার নিকট সাক্ষাৎ করেন সিপিআইএম নেতা বাবুল দেবনাথের মা সচীরানী নাথ। পরিবারের নিরাপত্তার আর্জি জানান পুলিশ সুপারের নিকট। পাশাপাশি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান এবং থানার ভুমিকা নিয়ে কথা বলেন। এদিন সচী রানি নাথের সাথে ছিলেন বাবুল দেবনাথ ও বিধায়ক সুধন দাস। এই দিন আটাত্তর বছরের বৃদ্ধা সচী রানি নাথ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে গিয়ে নিরাপত্তার আর্জি জানিয়ে স্মারক লিপি প্রদান করেন। সিপিআইএম নেতা বাবুল দেবনাথ ও বিধায়ক সুধন দাস ত্রিশ মিনিট ধরে আলাপ আলোচনা করার পর সচী রানি নাথ সহ পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে বের হয়ে আসার পর সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে বিধায়ক সুধন দাস বলেন যারা আক্রান্ত তাদের নামে মিথ্যা মামলার। পাশাপাশি আক্রান্তদের বাড়ির সামনে গিয়ে হুমকি প্রদর্শন করে বলে অভিযোগ জানানো হয় নামধাম দিয়ে। ঘটনার বিষয়টি তদন্ত করে ব্যাবস্থা নেবেন বলে আশ্বস্ত করেন পুলিশ সুপার।

উল্লেখ্য গত ত্রিশে জুলাই রাতের বেলায় সিপিআইএম নেতা বাবুল দেবনাথের বাড়িতে অতর্কিত হামলায় আহত বার জন। এরমধ্যে বাবুল দেবনাথের মা, ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, ভাতিজা গুরুতরভাবে আহত হয়ে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করে আসার পর আবারো হমকি দিচ্ছে। অভিযোগের তীর এলাকার কিছু বিজেপির কর্মীর বিরুদ্ধে। পুলিশকে
জানানোযর পরেও কোন কারযকরী ভুমিকা না নেওয়াতে নিরাপত্তার জন্য দারস্ত হতে হয় পুলিশ সুপারের নিকট।

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কদমতলা ব্লক কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩ জুলাই।। কংগ্রেসের ডাকে সারাদেশে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কদমতলা ব্লক কংগ্রেসের গণ বিক্ষোভ ও গন ধর্না কর্মসূচি পালিত হয়। আজ উত্তরের কদমতলা বাজারের কংগ্রেস পার্টি অফিসের সামনে ৩০ মিনিটের গণবিক্ষোভ ও গণধর্নায় সামিল হন কদমতলা ব্লক কংগ্রেস। আজকের গন বিক্ষোভ ও গন ধর্নায় উপস্থিত ছিলেন কদমতলা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি করুণাময় নাথ, ব্লক কংগ্রেসের সহ সভাপতি বশির আলী, রাজ্যের সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী সহ কদমতলা ব্লক কংগ্রেস যুব সভাপতি ছায়াদ আলী প্রমূখ। পাশাপাশি কংগ্রেস রাজ্য সহসভাপতি গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে বলেন, জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে পেট্রোল ও ডিজেলের অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ২৯ জুন রাজ্যের কংগ্রেস দলের সাংগঠনিক ৯ টি জেলাতে একযোগে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে জেলাশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধিদল। তারপর ৩০ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত প্রতিটি ব্লক এলাকায় পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গণবিক্ষোভ, গণ ধর্না ও স্থানীয় ব্লক আধিকারিকের নিকট রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পেরন করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ কদমতলা ব্লগ কংগ্রেসের উদ্যোগে ৩০ মিনিটের গণবিক্ষোভ ও গণ ধর্না কর্মসূচি পালন করা হয়।

মাধ্যমিকে ফেল করায় বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জুলাই।। মাধ্যমিকে ফেল করায় আত্মহত্যার চেষ্টা করল এক ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে গজারিয়ায়। শুক্রবার সকালে ইন্টারনেটে ফলাফল জানতে পারে ওই ছাত্রী। তার ফলাফল খারাপ হওয়ায় অর্থাৎ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় সে ঘরে রাখা কীটনাশক খেয়ে নেয়। তাতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সাথে সাথেই তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় হাপানিয়ায় ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়েছে।জানা গিয়েছে ওই ছাত্রী গজারিয়া স্কুলের।

বিজেপির পৃষ্ঠা প্রমুখ যোগ দিলেন কংগ্রেসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জুলাই।। শাসক দল বিজেপির অভ্যন্তরে মতভেদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার ক্ষমতায় আসার আড়াই বছর অতিবাহিত হতে না হতেই দলের নেতাকর্মীদের একাংশের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করেছে। সরকারের কাজকর্মের অতিষ্ঠ হয়ে ইতিমধ্যেই পদত্যাগের ঘটনা শুরু হয়ে গেছে। তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ৪১নং বুথের পৃষ্ঠা প্রমুখ শান্তনু রায় বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। দল ত্যাগের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন রাজ্যের শাসক দল এবং সরকার
জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। দুর্দিনে যারা দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন তাদেরকে পাত্তাই দেওয়া হচ্ছে না। যারা নব্য বিজেপি হিসেবে দলে যোগদান করেছেন তারাই সমস্ত অধিকার ভোগ করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। দলের দুঃসময়ে নেতাকর্মীরা যুগ্য অধিকার এবং সম্মান পাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করা হয়। সে কারণেই দল এবং সরকারের প্রতি অসন্তোষ ব্যক্ত করে তলব করেছে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ৪১ নং বুথের পৃষ্ঠা প্রমুখ সান্তনু রায়। কংগ্রেস দলে যোগ দিয়ে সান্তনু রায় বলেন বিজেপি দল এবং সরকারের মুখে যারা এখনো আচ্ছন্ন অচিরেই তাদের মোহভঙ্গ হতে শুরু করবে। একমাত্র বিকল্প শক্তি হিসেবে কংগ্রেসের পতাকাতলে শামিল হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৬৪৯ জনের, আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ১,২৮,৬৭৭

ওয়াশিংটন, ৩ জুলাই (হি.স.): মার্কিন মুলুকে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু ও সংক্রমণ তো থামছেই না, বরং লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আমেরিকায় ফের বাড়ল কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ৬৪৯ জন। নতুন করে ৬৪৯ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ১,২৮,৬৭৭-এ পৌঁছেছে।
শুক্রবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৬৪৯ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা ১,২৮,৬৭৭-তে পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি আমেরিকায় বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যাও, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩,০৬৯ জন।

শুক্রবার আগরতলায় পিএমকেভিওয়াই দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত স্ব-উদ্যোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

ডিজিপি'র শূণ্যপদে নিয়োগ, প্রশিকিউশন ডিরেক্টরেট, এসপিও নিয়োগ, অভিযোগ খন্ডনে

মুখ্যমন্ত্রীর ধাঁচেই বিরোধী দলনেতাকে বিঁধল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। মুখ্যমন্ত্রীর ধাচেই বিরোধী দলনেতা তথা সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকারকে তুলোধুনো করল বিজেপি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য মানিকবাবুকে তার মুখ্যমন্ত্রীত্ব এবং বামফ্রন্ট জমানা মনে করালেন। বাম আমলে শুধু বেআইনি কাজ সরকারি মদতে হয়েছে, তার কয়েকটি তথ্য তুলে ধরে বিরোধী দলনেতার অভিযোগগুলি খন্ডন করলেন।

এদিন নবেন্দুবাবু বলেন, ডিজিপি পদে দীর্ঘ দিন শূণ্য থাকার পর সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি পেয়ে নিযুক্তি দেওয়া হচ্ছে। বাম আমলেও চাকুরির মেয়াদ হওয়ার আগেই কেটিডি সিংকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কে নাগরাজ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত হওয়া সত্বেও তাকে ডিজিপি পদে বসানো হয়েছিল। নবেন্দু বিরোধী দলনেতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, বিগত সরকারের আমলে এই ধরনের কাজ করলে দোষ নেই। বর্তমান সরকারক করলেই যত দোষ। যদিও তিনি ডিজিপি ইস্যুতে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মেনেই করা হয়েছে বলে জানান। তিনি আরো জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগাল্যান্ড সহ আরো কয়েকটি রাজ্যও ডিজিপি পদ নিয়ে এ ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছিলো। পরবর্তী সময় যোগ্য ব্যক্তি না পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম সিনিয়র ব্যক্তিদের ডিজিপি পদে বসানো হয়। শ্রী ভট্টাচার্য জানান, রাজ্য সরকার সিনিয়র আইপিএস অফিসার অমিতাভ রঞ্জনকে ডিজিপি পদে বসানোর আবেদন জানিয়েছিলো।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তাকে ছাড়তে রাজি না হওয়ায় রাজীব সিং ইস্যুতে শেষ পর্যন্ত আদালতে যেতে হয়। পরবর্তী সময় রাজীব সিংকেই নির্দেশ দেয় ডিজিপি করার জন্য। রাজ্য সরকার সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে রাজীব সিংকে ডিজিপি করে। এ নিয়ে বিরোধী দলনেতা অহেতুক মন্তব্য করছেন বলে জানান তিনি। এদিকে বিরোধী দলনেতার চিঠির আরো বিস্তারিত খণ্ডন করে শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান বিরোধী দলনেতা দীর্ঘদিন অর্থাৎ ২০ বছর মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন। তাই এই ধরনের নিয়মনীতি নিয়ে তিনি জানেন না তেমনটা নয়। তা সত্বেও মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। অন্যদিকে প্রসিকিউশন ডাইরেক্টরেট তুলে দেওয়া হয়েছে বলে বিরোধী দলনেতার চিঠিতে যা উল্লেখ করেছেন তা ঠিক নয়। তেমনিভাবে বিরোধী দলনেতার চিঠিতে এসপিও নিয়োগ প্রসঙ্গে যে তথ্য উল্লেখ করেছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, বাম আমলেই এসপিও নিয়োগ করা হয়েছিলো। বরং বর্তমান সরকার এই এসপিও থেকে ৩৯৮ জনকে ড্রাইভার পদে নিযুক্তি দিয়েছে।

পাশাপাশি আরো ১১০০ এসপিও নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার মাধ্যমে রাজ্যে একটি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। শুধু তাই নয়, প্রায় ১৪০০-এর মতো টিএসআর নিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। নবেন্দু ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে অভিযোগ করেন, বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার অভিসন্ধিমূলক ভাবে এই ধরনের কাজ করছে। তাই এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযানে নগর এলাকায় জুলাই মাসে আনারস ও লেবুর রস খাওয়ানো হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযান-র অন্তর্গত নগর এলাকায় জুলাই মাসে আনারস ও লেবু-র রস খাওয়ানো হবে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে নগর এলাকায় জনগণের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে জুলাই মাসে এই ঋতুতে প্রাপ্ত ফল খাবার উপযোগী করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

এ-বিষয়ে নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব জানিয়েছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযান'-এর আওতায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, তাদের খাদ্য তালিকায় এই সময়ে প্রাপ্ত ফল অন্তর্ভুক্ত করে যেসব কৃষক এসব ফল চাষ করছেন তাদের সাহায্য করা এবং ডি এ ওয়াই-এন ইউ এল এম প্রকল্পের আওতায় স্বসহায়ক দলগুলির জন্য জীবিকার্জনের পথ তৈরি করা। তিনি বলেন, এই ঋতুতে সহজলভ্য ফল আনারস ও লেবুর রস বণ্টনের কাজে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা জাতীয় শহুরে জীবিকা মিশন-এর আওতায় স্বসহায়ক দলের মহিলা সদস্যদের নিয়োগ করা হবে। যে সমস্ত স্বসহায়ক দলে নিয়মিত বৈঠক হয়, নিয়মিত সেভিংস আছে, দলের সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত অর্থের লেনদেন হয়, সময়মতো ঋণ পরিশোধ করা হয় এবং হিসাবপত্র সময় সময় পরীক্ষা করা হয় সেসব স্বসহায়ক দলই এই সুযোগ পাবে।

তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ অভিযান কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা ছয়ের পাতায় দেখুন

কাল সম্পূর্ণ লকডাউন চলাকালীন সময়ে নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। রাজ্য সরকার লক্ষ্য করেছে যে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কোভিড-১৯ সংক্রমণ এখনও রয়েছে যার ফলে রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তা বিপদের সম্মখীন হতে পারে। যদি এই মুহর্তে সংক্রমণ রোধে কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে কোভিড-১৯ সংক্রমণ জনগণের মধ্যে বড় মাত্রায় ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে জীবনহানিও ঘটতে পারে। তাই রাজ্য সরকার আগামী ৫ জলাই, ২০২০ (রবিবার) সমগ্র রাজ্যে ২৪ ঘন্টার জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছে। এই লকডাউন কার্যকর থাকবে ৫ জলাই, ২০২০ (রবিবার) সকাল ৫টা থেকে ৬ জলাই, ২০২০-এর (সোমবার) সকাল ৫টা পর্যন্ত। লকডাউন চলাকালীন সময়ে যেসব কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ-

১) জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সাধারণ মানুষের চলাচল বন্ধ থাকবে।
২) সমস্ত অফিস, স্বশাসিত / অধীনস্ত অফিস ও বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে।
৩) নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ওষুধ বিক্রয়কারী দোকান ছাড়া যাবতীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও কার্যকলাপ বন্ধ থাকবে।
৪) ক্রমচলমান প্রক্রিয়া বাদে বাকি সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
৫) জরুরি পরিষেবা ও আন্তঃরাজ্য বাস, ট্রেন, বিমানের যাত্রী পরিবহণ বাদে অন্যান্য সমস্ত গণ পরিবহণ বন্ধ থাকবে।
৬) আপৎকালীন প্রয়োজন ছাড়া ব্যক্তিগত যান চলাচল বন্ধ থাকবে।
৭) অতিথি পরিষেবা বন্ধ থাকবে।
৮) সমস্ত শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, কোচিং প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
৯) সমস্ত ধর্মীয় স্থান জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে এবং কোনও ধরণের ধর্মীয় জমায়েত হতে পারবে না।
১০) সমস্ত সামাজিক / রাজনৈতিক / ক্রীড়া ও বিনোদন / শিক্ষামূলক / সাংস্কৃতিক / ধর্মীয় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
১১) কারও মৃত্য ঘটলে দাহক্রিয়ার কাজে ২০ জনের বেশি লোক সামিল হতে পারবে না।
১২) বিবাহ অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশি লোক জমায়েত হতে পারবে না।
১৩) সমস্ত অপ্রয়োজনীয় চলাচল বন্ধ থাকবে।
১৪) কিছু বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছাড়া ৩ জনের বেশি লোক জমায়েত হতে পারবে না।
১৫) পাবলিক প্লেসে মদ, পান, গুটকা, তামাক ইত্যাদি দ্রব্য বিলি ও সেবন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যে সমস্ত কার্যকলাপ এই লকডাউনের বিধিনিষেধের বাইরে থাকবে সেগুলি হচ্ছে-
১) প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশ, জেলাশাসকের কার্যালয়, হোম গার্ড, সিভিল ডিফেন্স, ফায়ার ও ইমার্জেন্সি সার্ভিস, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা, সংশোধনামূলক কাজ, ট্রাফিক ও ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল দায়িত্ব, বিদ্যৎ, জল ও স্বাস্থ্যবিধি, পুর পরিষেবা, বৃদ্ধাবাস ও শিশুগৃহ, দাহক্রিয়া ও বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীদের কাজ।
২) হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠান।
৩) সংবাদপত্র বিলি সহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।
৪) টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট পরিষেবা, সম্পচার ও ক্যাবল পরিষেবা, আই টি ও আই টি সম্বলিত পরিষেবা। শুধুমাত্র জরুরি মেরামতের কাজে নিযুক্ত কর্মীরা চলাচল করতে পারবে।
৫) ডাক ও ক্যরিয়ার পরিষেবা।
৬) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিবহণকারী যানবাহন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, ছয়ের পাতায় দেখুন

মাধ্যমিকে কৃতি তালিকায় যুগ্ম পঞ্চম হল বাইখোরার বৃন্তক শিক্ষানিকেতনের মন্দিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ জুলাই।। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদে ৪৮১ নাম্বার পেয়ে যুগ্ম পঞ্চম স্থান অধিকার করে বাইখোড়া বৃন্তক শিক্ষানিকেতনের এক ছাত্রী। আজ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদের মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়। এর মধ্যে দশজনের মধ্যে যুগ্ম পঞ্চম স্থান অধিকার করে বাইখোড়া বৃন্তক শিক্ষানিকেতনের ছাত্রী মন্দিরা বৈদ্য। এইবছর সেরা দশের মধ্যে দক্ষিন ত্রিপুরা জুরে একজনের নাম রয়েছে। মন্দিরা বৈদ্যের পিতা মাখন লাল বৈদ্য পেশায় বাইখোড়া দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের বিঞ্জান বিভাগের শিক্ষক। মন্দিরার এই ফল প্রকাশে খোবই খুশি বাড়ীর লোকজন। মন্দিরার সঙ্গে কথাবলে জানাযায় সে দৈনিক ৭ থেকে ৮ ঘন্টা পরাশুনা করতো। মন্দিরার এইধরনের ফলাফলের পিছনে ওর বাবর অবদান সবচেয়ে বেশি বলে জানায়। তার পাশাপাশি মা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গৃহ শিক্ষকের অবদান রয়েছে বলে জানায় মন্দিরা। সে জানায় আগামী দিনে বিঞ্জান নিয়ে পরাশুনাকরে বিঞ্জানী হতেচায়। মন্দিরার এইধরনের শিক্ষার আগ্রহকে ওর পরিবারের লোকজন সহমত পোষন করেছে। মন্দিরার পিতা মাতা জানান আগামীদিনে মন্দিরার পরাশুনার ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকারের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে।

মহিলারাও এখন ব্যবসায় এগিয়ে আসছেন : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। মহিলারাও এখন ব্যবসায় এগিয়ে আসছেন। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের এগিয়ে আসার জন্য সওয়াল করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, মহিলারা ব্যবসায় সফল হতে পারলেই তারা আর্থিকভাবে স্ব-শক্তিকরণ হতে পারবেন।

আজ আগরতলা টাউন হলে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত স্ব-উদ্যোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, ত্রিপুরা-কে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্ব-নির্ভর করার লক্ষ্যে পর্যটন, ফল প্রক্রিয়াকরণ, বাঁশবেত শিল্প স্থাপন, রাবার, মৌমাছি পালন, জৈবচাষ, প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পে ভর্তুকিতে ঋণ প্রদান, আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ত্রিপুরা সরকার কাজ করছে। এদিকে লক্ষ্য রেখে স্ব-উদ্যোগীরা কাজ করলে নিশ্চয়ই আর্থিকভাবে স্ব-নির্ভর হতে পারবেন। দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্ব-উদ্যোগী রাই মডেল ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ তৈরি করবে।

এই মতবিনিময় সভায় সফল স্ব-উদ্যোগীরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় করে তাদের অভিজ্ঞতা ও সাফল্যের বিষয় তুলে ধরেন। মতবিনিময় সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের যুবক-যুবতীদের স্ব-উদ্যোগী হওয়ার জন্য শুধু পরামর্শ দিলেই হবে না, এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া ত্রিপুরা সরকারের দায়িত্ব। বর্তমান রাজ্য সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের ফলে রাজ্যে এখন মহিলারাও ব্যবসায় এগিয়ে আসছেন। মহিলারা ব্যবসায় সফল হতে পারলেই তারা আর্থিকভাবে স্ব-শক্তিকরণ হতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যটন একটি বড় মাধ্যম হতে পারে। রাজ্য সরকার সেদিকে লক্ষ্য রেখে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলির উন্নয়নে কাজ করছে। স্ব-উদ্যোগী এর স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর মাধ্যমে টুরিস্ট গাইড, ট্যুর অপারেটর ও হোটেল ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ নিয়ে পর্যটনক্ষেত্রে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে আগামী ৫ বছরে আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প ২৫০০ টি মাইক্রো ফুট প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তাতে বড় মাত্রায় রোজগারের সুযগে সৃষ্টি হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরোও বলেন, রাজ্যে সবচেয়ে বড় আয় হয় রাবার ক্ষেত্র থেকে। রাজ্যে বর্তমানে ৮৫ হাজার মেট্রিকটন রাবার উৎপাদন হচ্ছে। রাবারকে ভিত্তি করেও স্ব-উদ্যোগীরা তাদের আয় বৃদ্ধি করার সুযগে পাবেন। মৌমাছি পালনেও রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে মৌমাছি পালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫৮৬টি ইউনিট স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও খাদি গ্রামোদ্যোগ মাধ্যমে ১৬ হাজার সুবিধাভোগীকে মৌমাছি পালনে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য ৬২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাবলম্বন, প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রকল্প এবং আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে এখন থেকে কোন ধরণের গ্যারান্টার লাগবেনা। এই বিষয়ে রাজ্যের বর্তমান অগ্রনী ব্যাংক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক গতকাল রাজ্যের প্রতিটি ব্যাংকে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছে। ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিআইটিইউর প্রতিবাদ কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/ গন্ডাছড়া ৩ জুলাই।। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সম জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলো ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন। সি আই টি ইউ সহ ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনের দেশব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসাবে রাজ্যের নানা প্রান্তের সাথে বিলোনিয়াতে ও বিক্ষোভ শামিল হলেন শ্রমজীবী জনগণ। শ্রমিকের স্বার্থবিরোধী বাতিল করা, সরকারি খরচে পরিযায়ীদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া, শ্রমজীবী পরিবারকে ৬ মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা করে প্রদান সহ বিভিন্ন দাবিতে শুক্রবার সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় অফিসের সামনে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় শ্রমজীবী অংশের মানুষ। এদিন সিআই টি ইউ নেতাকর্মীরা ও সমযোজী অংশের মানুযেরা দাবির পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ নেতা বিজয় তিলক, ত্রিলোকেশ সিনহা, শিবু মুহুরী, তাপস দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিলোনিয়া বিভাগে চিত্তামারা, ইস্ট কলাবাড়িয়া, ওয়েস্ট কলাবাড়িয়া, ভাতখলা, রতনপুর অঞ্চলে ও এই বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়।

এদিকে, কেন্দ্রের শ্রম ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দশটি টেড ইউনিয়নের ডাকে শুক্রবার সারাদেশ ব্যাপী প্রতিবাদ দিবস কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন গন্ডাছড়া মহকুমাতেও সিআইটিইউ-র ডাকে পাঁচ দফা দাবির সমর্থনে বিক্ষোভ কর্মসূচি ছয়ের পাতায় দেখুন

কানপুরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত্যু ৮ জন পুলিশ কর্মীর, শোকস্তব্ধ যোগী আদিত্যনাথ

কানপুর, ৩ জুলাই (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন ৮ জন পুলিশ কর্মী। মৃত ৮ জন পুলিশ কর্মীর মধ্যে ডেপুটি এসপি দেবেন্দ্র মিশ্রও রয়েছেন। শুক্রবার ভোররাতে কানপুরের বিকারু গ্রামে হিস্ট্রি-শিটার বিকাশ দুবের সন্ধানে তল্লাশি অভিযানে গিয়েছিল পুলিশের একটি টিম। সেই সময় দুষ্কৃতীরা পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ডেপুটি এসপি দেবেন্দ্র মিশ্র-সহ ৮ জন পুলিশ কর্মী। ভয়াবহ এই দুষ্কৃতী হামলায় ৮ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুতে গভীর শোকস্তব্ধ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। নিহত পুলিশ কর্মীদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি ডিজিপি এইচ সি অবস্থিকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে এই হামলার ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনগরে এনকাউন্টারে নিকেশ একজন জঙ্গি, শহিদ সিআরপিএফ জওয়ান

শ্রীনগর, ৩ জুলাই (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে পুলিশ ও সিআরপিএফ জওয়ানদের যৌথ অভিযানে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। তবে, দুঃসংবাদ হল-সন্ত্রাসবাদীদের পাল্টা হামলায় শহিদ হয়েছেন একজন সিআরপিএফ হেড কনস্টেবল। আহত হয়েছেন আরও দু''জন সিআরপিএফ জওয়ান। শহিদ সিআরপিএফ জওয়ানের নাম-হেড কনস্টেবল কুলদীপ উরাওয়ান। বাকি দু''জন সিআরপিএফ জওয়ান সেনাবাহিনীর ৯২-বেস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। নিহত সন্ত্রাসবাদীকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় শ্রীনগরের উপকণ্ঠে মালবাগ এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে দুই-তিনজন জঙ্গি। গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে ওই এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ এবং সিআরপিএফ। জওয়ানদের লক্ষ্য করে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালালে তল্লাশি অভিযান এনকাউন্টারে পরিণত হয়, গভীর রাত পর্যন্ত সুরক্ষা বাহিনী ও সন্ত্রাবাদীদের মধ্যে চলতে থাকে গুলির লড়াই। এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি, সন্ত্রাসবাদীদের পাল্টা হামলায় আহত হন ৩ জন সিআরপিএফ জওয়ান। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন সিআরপিএফ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। সুরক্ষা বাহিনীর অনুমান, ওই এলাকায় সম্ভবত আরও দু''জন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।